লেবানন
গোলান
হাইফা
ভূমধ্য
সাগর
তেল-আবিব
জেরুসালেম
জেরিকো
হেবরন
মরু
সাগর
গাজা
ইসরায়েল
নেগেভ
মিশর
সিনাই
জরডন
এলাত

# ইস্রায়েলের ইতিহাস

নেলী

# "ভুলি নাই"

১৯৫০ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের দাঙ্গার বলি

আমার দিদি

# পারুল দত্ত রায়'র

শোকাবহ স্মৃতিতে

অ শ্রু ত র্প ণ

তোমার আদরের

**নেলী**

## ॥ প্রথম পর্ব ॥

## স্বর্গাদপী গরিয়সী

ছোট্ট এতটুকু একটা দেশ বর্তমান ইস্রায়েল। ভূমধ্যসাগরের পূর্বপ্রান্তে মাটির পৃথিবীতে এক ঘনীভূত স্বেদরক্ত অশ্রুবিন্দু।

উত্তর থেকে দক্ষিণে এর দৈর্ঘ্য ৪৭০ কিলোমিটার। প্রস্থ সর্বোচ্চ ১২৫ কিলোমিটার এবং সর্বনিম্ন ২০ কিলোমিটার। দেশের উত্তর সীমান্তে লেবানন, উত্তর-পূর্বে সিরিয়া, পূর্বে জর্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিমে মিশর। আর পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর। একটু দূরে ইরাক, ঠিক সীমান্ত সংলগ্ন নয়। এরাই ইস্রায়েলের প্রতিবেশী এবং মুসলমান। কেউ বা সুন্নি। কেউ শিয়া। কেউ অন্য কোন ভাগ।

এই ছোট্ট দেশে পর্বত, সমভূমি, উর্বরা জমি, উপকূল ভূমি আর মরু এলাকা যেন গায়ে গায়ে লেগে আছে। উপকূলের সমভূমি ভূমধ্যসাগরের সমান্তরালে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। উর্বরা জমিগুলি এখানে থাকায় ইস্রায়েলের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী এই অঞ্চলে বসবাস করে। প্রধান প্রধান শহর, পোতাশ্রয়, শিল্পকেন্দ্র এবং চাষবাসের বেশী এলাকা এই অঞ্চলে অবস্থিত। গোলান হাইট্‌স্ ও গ্যালিলির পাহাড় এ অঞ্চলেই। নদীগুলি ছোট হলেও সারা বছরে জল থাকে।

ইস্রায়েলের ভূখণ্ডের অর্ধেক অংশ হচ্ছে নেগেভ। কিন্তু দেশের মাত্র ৮ শতাংশ মানুষ এখানে বাস করেন। এর উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকা হচ্ছে কৃষি এবং শিল্পভিত্তিক। দক্ষিণ দিকে নেগেভ ঊষর।

জর্ডন উপত্যকা ইস্রায়েলের আর একটি মূল্যবান এলাকা। আসলে একরত্তি দেশের সব এলাকাই মূল্যবান। এই উপত্যকার উত্তর দিক অত্যন্ত উর্বর। পবিত্র জর্ডন নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে উর্বরা হুলা উপত্যকার মধ্য দিয়ে ডেড-সীতে পড়েছে। সাধারণতঃ শান্ত অগভীর এই নদী শীতের বৃষ্টিতে জোয়ারে ভাসে।

দেশের প্রধান জলভাণ্ডার হচ্ছে লেক কিনেরেট্। গ্যালিলির পাহাড় এবং গোলান হাউট্‌স্-এর মাঝখানে এই লেক সমুদ্র পৃষ্ঠের প্রায় দু'শো বার মিটার নীচে অবস্থিত। চওড়া আট কিলোমিটার। লম্বা একুশ কিলোমিটার। এর তীরে রয়েছে

ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং তীর্থস্থান। আছেন কৃষিজীবি এবং মৎসজীবি মানুষেরা।

## ইস্রায়েলের শহর

তেল আভিভ, জাফা– দেশের সবচেয়ে বড় শহরে অঞ্চল। অবস্থান ভূমধ্যসাগরের উপকূলে। বাণিজ্যিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরের অন্যতম জাফা নগরীর উপকণ্ঠে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ইহুদিরা শুধু ইহুদিদের জন্য এই শহর পত্তন করেন। ১৯৫০ সালে একে জাফা শহরের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। শিল্পসৌন্দর্য, হোটেল, রেস্তোরাঁ, গ্যালারী মিলিয়ে তেল আভিভ পর্যটকদের আকাঙ্খিত স্থান।

জেরুজালেম–ইস্রায়েলের রাজধানী শহর। জুডিয়ার পাহাড় অঞ্চলে রাজা ডেভিড এই শহরে ইস্রায়েলের রাজধানী স্থাপন করেন খৃষ্টপূর্ব একহাজার বছর আগে। সেই থেকে এই শহর ইহুদিদের ইতিহাস, ধর্ম ও জাতীয়তার কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। ঐতিহ্যপ্রবাহে এখানে গড়ে উঠেছে বহু ধর্মীয় স্থান। ইহুদি, খৃষ্টান এবং পরবর্তীকালে এই শহর ইসলামেরও তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। নানা সংস্কৃতি, ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠির উপস্থিতিতে আজ প্রাণবন্ত এই শহর।

হাইফা–ইস্রায়েলের উত্তরাংশে ভূমধ্যসাগরের তীরে মাউন্ট কারমেলের ঢালে অতি সুন্দর বন্দর। এক বিশিষ্ট শিল্পকেন্দ্র। বিখ্যাত ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এখানে অবস্থিত। বাহাইদের সদর কার্যালয় হাইফাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর ইস্রায়েলের প্রশাসন এখান থেকেই পরিচালনা করা হয়।

সফেদ– গ্যালিলি পর্বতের উচ্চভূমিতে অবস্থিত। গ্রীষ্মাবাস ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে আদরণীয় স্থান। বহু শতাব্দীর প্রাচীন সিনাগগ এখানে রয়েছে। ইহুদিদের ধর্মীয় পণ্ডিত, আইন প্রণয়নকারী এবং মিস্টিক রহস্যবাদীদের কেন্দ্র ছিল এই শহর।

তাইবেরিয়াস–খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে স্থাপিত এই শহরের নাম রাখা হয়েছিল রোমান সম্রাট তাইবেরিয়াসের নাম অনুসারে। ইহুদি বিদ্যাচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল এই স্থান। পুরনো স্থাপত্যের প্রাচুর্য নিয়ে কেনেথ হ্রদের তীরে আধুনিক সাজসজ্জায় ঝকমকে এই শহরের আকর্ষণ পর্যটকদের কাছে খুব বেশী।

বিয়ারসেবা—দক্ষিণ ইস্রায়েলের গুরুত্বপূর্ণ শহর। এই শহরটি নতুন গড়ে উঠেছে নেগেভের রাজধানী হিসেবে।

এইলাত—ইস্রায়েলের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে বন্দর শহর। কথিত আছে রাজা সলোমনের বন্দর এখানেই ছিল। লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গে যোগাযোগ এই এইলাতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। মনোরম আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দৃশ্য, যোগাযোগের সুবিধা প্রভৃতি কারণে এইলাত সারা বছরই পর্যটকদের সমাদৃত স্থান। ইস্রায়েল-জর্ডন শান্তিচুক্তির পর এই শহরকে মূলতঃ পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

## গ্রাম্য জীবন

ইস্রায়েল পৃথিবীর অন্যতম নগরকেন্দ্রিক দেশ। এর মাত্র শতকরা নয় ভাগ লোক গ্রামে বাস করেন। এছাড়া আছে ইস্রায়েলের নিজস্ব ঢঙে তৈরী দুটো সমবায় সংগঠন—কিব্‌বুৎস এবং মোশাভ। বিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে এদের গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

ছোট-বড় নানা আকারের গ্রামগুলিতে বাস করেন মূলতঃ আরব ও দ্রুজরা। এঁরা ইস্রায়েলের জনসংখ্যার প্রায় ষোলো শতাংশ। জমি বাড়ীর মালিকানা ব্যক্তিগত। ফসল উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যক্তিগতভাবেই হয়। আরবদের মধ্যে এক ছোট্ট জনসংখ্যা হচ্ছে বেদুইন, প্রায় একলক্ষ সত্তর হাজার। এঁরা ক্রমশঃ যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে স্থায়ী আধুনিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন।

কিব্‌বুৎস—এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমবায় সংস্থা। এই সংস্থার সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ হয়। সম্পত্তি ও উৎপাদনের মালিকানা কিব্‌বুৎসের। দেশের শতকরা দুইভাগ লোক এখন কিব্‌বুৎসে বাস করেন। দুশো সত্তরটি কিব্‌বুৎস কৃষি উৎপাদনের শতকরা চল্লিশ ভাগ যোগান দেয়। এখন অবশ্য এরা শিল্পপণ্য উৎপাদন, পর্যটন এবং পরিষেবার কাজও করছেন।

মোশাভ—গ্রামীন বসতি। প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব বাসস্থান ও খামার আছে। আগে ক্রয়-বিক্রয় সমবায় প্রথায় হত। এখন প্রত্যেক পরিবার আরো বেশী স্বতন্ত্রভাবে

কাজ করছে। একটি মোশাভ প্রায় ষাটটি পরিবার নিয়ে গঠিত। মোশাভের সংখ্যা প্রায় চারশ' পঞ্চাশ। ইস্রায়েলের কৃষিজাত দ্রব্যের বড় অংশ মোশাভ যোগান দেয়।

এছাড়া আছে ইশুভ কোহিলাতি। ইহা এক ধরণের গ্রামীন সামাজিক সমবায় সমিতি। এর সংখ্যা প্রায় ষাট। শত শত পরিবার এক একটি ইশুভের আওতায় থাকে। পরিবারের প্রধানদের নিয়ে গঠিত এই সমিতি ইশুভের কাজকর্মের নীতি নির্ধারণ করে। একজন বেতনভুক সেক্রেটারী দৈনন্দিন কাজ দেখাশুনা করেন।

মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে গণতান্ত্রিক দেশ ইস্রায়েল। ইস্রায়েলী আরবরা দেশের আইনসিদ্ধ পূর্ণ নাগরিক। কোন মুসলিম প্রধান দেশে অন্য ধর্মামতাবলম্বী মানুষকে পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা দেওয়া হয়না। বরং তাকে জিম্মি হিসেবে দেখা হয় এবং যদৃচ্ছা পীড়ন করা হয় অথবা ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করা হয়। এ বিষয়ে কোরাণে নির্দেশ আছে ঃ-দুনিয়ার মুসলমান ইস্রায়েলকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদি জাতিকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেওয়ার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছিল এবং এখনও চেষ্টা করছে কিন্তু ইস্রায়েলে মুসলমান আরবরা প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলির মুসলমানদের চেয়ে উন্নততর জীবনযাত্রার অধিকারী।

ছুটির দিনে মুরগীর মাংস ইস্রায়েলীদের রুটিন খাবার। তাজা ফলমূল ও শাকসব্জীর প্রচুর যোগান আছে। 'স্যালাড' এদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। অবসর পেলে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে যাওয়া, প্রাচীন পুরাকীর্তি চর্চা এদের বিশেষ রুচি। কথায় বলে গোটা ইস্রায়েল জাতটাই শৌখিন প্রত্নতত্ত্ববিশারদে ভরা।

ইস্রায়েল ইহুদিদের দেশ হলেও খুব কমসংখ্যক মানুষই গোঁড়া। ধর্মীয় ছাপ বলতে একটাই যে এরা শনিবার ছুটির দিন পালন করে।

সর্বক্ষণ ইসলামের উদ্যত তরবারি, সন্ত্রাস ইত্যাদির মধ্যে থেকেও ইহুদিরা তাদের জন্মভূমিকে গড়ে তুলেছেন শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে সবদিক থেকে। ইস্রায়েল আছে, থাকবে। কারণ তার একটা ইতিহাস আছে।

আসুন আমরা সেই ইতিহাসের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হই॥

# ॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

*"সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি"*

## বাইবেলের যুগ

(খৃষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতাব্দী থেকে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী)

জুডাইজম্—বাংলায় ইহুদিবাদ বলা যায়—তার প্রতিষ্ঠাতা হলেন আব্রাহাম। তিনি কানান অঞ্চলে বসবাস করতেন। মোটামুটিভাবে বর্তমান ইস্রায়েল ও লেবাননকে প্রাচীন কানান এলাকা বলে গণ্য করা হয়। আব্রাহাম সুখেই ছিলেন তার পুত্র-পৌত্র নিয়ে। তাঁর পুত্র আইজ্যাক। পৌত্র—জ্যাকব—তাঁর আবার বারো জন পুত্র এবং একটি কন্যা। কন্যার নামটি সুন্দর ডিনা। সময়টা ছিল প্রায় খৃষ্টপূর্ব দুহাজার সাল।

আব্রাহাম ছিলেন প্যাট্রিয়ার্ক। ইহুদিদের ইতিহাসে এই প্যাট্রিয়ার্ক কথাটি বারবার আসে। ওলড্ টেস্টামেন্টে অর্থাৎ পুরণো বা আদি বাইবেলে উপরে উল্লিখিত আব্রাহাম, আইজ্যাক, জ্যাকব ও তার ১২জন পুত্রকে প্যাট্রিয়ার্ক বলা হয়। এরা গোষ্ঠিপতি হিসেবে গণ্য হতেন। জ্যাকবই ইস্রায়েল নামে পরিচিত ছিলেন। জ্যাকবের উপর সন্তুষ্ট হয়ে ঈশ্বর তাঁকে ইস্রায়েল এই নাম প্রদান করেন। সেই সময় থেকেই দেশ ও জাতি ইস্রায়েল ও ইস্রায়েলী নামে পরিচিত হয়। চলছিল ভালই। যেমন চলে সব দেশে সব কালে সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবন।

এলো কালান্তক দুর্ভিক্ষ। ভয়ঙ্কর, সর্বসংহারক। মহামৃত্যুর বীভৎস তাণ্ডব।

আমরা ছিয়াত্তরের মন্বন্তেরর কথা পড়েছি। পড়েছি বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্ভিক্ষ পীড়িত পদচিহ্ন গ্রামের বিবরণ। ছোট মাপের হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালের (বাংলায় পঞ্চাশের) দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষদর্শী মানুষের সাক্ষাৎ এখনো পাওয়া যায়।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে আসে। ইস্রায়েলি এবং ইহুদি দুটো শব্দই একই সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে। জ্যাকবের দৈবদত্ত নাম থেকে দেশের নাম ইস্রায়েল এবং জাতির নাম ইস্রায়েলি হয়েছে। এ কথা আগেই বলা হয়েছে। আবার জাতি ও ভাষা বোঝাতে হিব্রু (Hibrew) কথাটিও ব্যবহার করা হয়। আসলে সুপ্রাচীন উত্তর সেমিটিক

॥ প্রথম পর্ব ॥

## স্বর্গাদপী গরিয়সী

ছোট্ট এতটুকু একটা দেশ বর্তমান ইস্রায়েল। ভূমধ্যসাগরের পূর্বপ্রান্তে মাটির পৃথিবীতে এক ঘনীভূত স্বেদরক্ত অশ্রুবিন্দু।

উত্তর থেকে দক্ষিণে এর দৈর্ঘ্য ৪৭০ কিলোমিটার। প্রস্থ সর্বোচ্চ ১২৫ কিলোমিটার এবং সর্বনিম্ন ২০ কিলোমিটার। দেশের উত্তর সীমান্তে লেবানন, উত্তর-পূর্বে সিরিয়া, পূর্বে জর্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিমে মিশর। আর পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর। একটু দূরে ইরাক, ঠিক সীমান্ত সংলগ্ন নয়। এরাই ইস্রায়েলের প্রতিবেশী এবং মুসলমান। কেউ বা সুন্নি। কেউ শিয়া। কেউ অন্য কোন ভাগ।

এই ছোট্ট দেশে পর্বত, সমভূমি, উর্বরা জমি, উপকূল ভূমি আর মরু এলাকা যেন গায়ে গায়ে লেগে আছে। উপকূলের সমভূমি ভূমধ্যসাগরের সমান্তরালে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। উর্বরা জমিগুলি এখানে থাকায় ইস্রায়েলের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী এই অঞ্চলে বসবাস করে। প্রধান প্রধান শহর, পোতাশ্রয়, শিল্পকেন্দ্র এবং চাষবাসের বেশী এলাকা এই অঞ্চলে অবস্থিত। গোলান হাইট্স্ ও গ্যালিলির পাহাড় এ অঞ্চলেই। নদীগুলি ছোট হলেও সারা বছরে জল থাকে।

ইস্রায়েলের ভূখণ্ডের অর্ধেক অংশ হচ্ছে নেগেভ। কিন্তু দেশের মাত্র ৮ শতাংশ মানুষ এখানে বাস করেন। এর উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকা হচ্ছে কৃষি এবং শিল্পভিত্তিক। দক্ষিণ দিকে নেগেভ ঊষর।

জর্ডন উপত্যকা ইস্রায়েলের আর একটি মূল্যবান এলাকা। আসলে একরত্তি দেশের সব এলাকাই মূল্যবান। এই উপত্যকার উত্তর দিক অত্যন্ত উর্বর। পবিত্র জর্ডন নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে উর্বরা হুলা উপত্যকার মধ্য দিয়ে ডেড-সীতে পড়েছে। সাধারণতঃ শান্ত অগভীর এই নদী শীতের বৃষ্টিতে জোয়ারে ভাসে।

দেশের প্রধান জলভাণ্ডার হচ্ছে লেক কিনেরেট্। গ্যালিলির পাহাড় এবং গোলান হাউট্স্-এর মাঝখানে এই লেক সমুদ্র পৃষ্ঠের প্রায় দু'শো বার মিটার নীচে অবস্থিত। চওড়া আট কিলোমিটার। লম্বা একুশ কিলোমিটার। এর তীরে রয়েছে

ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং তীর্থস্থান। আছেন কৃষিজীবি এবং মৎসজীবি মানুষেরা।

## ইস্রায়েলের শহর

তেল আভিভ, জাফা– দেশের সবচেয়ে বড় শহরে অঞ্চল। অবস্থান ভূমধ্যসাগরের উপকূলে। বাণিজ্যিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরের অন্যতম জাফা নগরীর উপকণ্ঠে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ইহুদিরা শুধু ইহুদিদের জন্য এই শহর পত্তন করেন। ১৯৫০ সালে একে জাফা শহরের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। শিল্পসৌন্দর্য, হোটেল, রেস্তোরাঁ, গ্যালারী মিলিয়ে তেল আভিভ পর্যটকদের আকাঙ্খিত স্থান।

জেরুজালেম–ইস্রায়েলের রাজধানী শহর। জুডিয়ার পাহাড় অঞ্চলে রাজা ডেভিড এই শহরে ইস্রায়েলের রাজধানী স্থাপন করেন খৃষ্টপূর্ব একহাজার বছর আগে। সেই থেকে এই শহর ইহুদিদের ইতিহাস, ধর্ম ও জাতীয়তার কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। ঐতিহ্যপ্রবাহে এখানে গড়ে উঠেছে বহু ধর্মীয় স্থান। ইহুদি, খৃষ্টান এবং পরবর্তীকালে এই শহর ইসলামেরও তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। নানা সংস্কৃতি, ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠির উপস্থিতিতে আজ প্রাণবন্ত এই শহর।

হাইফা–ইস্রায়েলের উত্তরাংশে ভূমধ্যসাগরের তীরে মাউন্ট কারমেলের ঢালে অতি সুন্দর বন্দর। এক বিশিষ্ট শিল্পকেন্দ্র। বিখ্যাত ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এখানে অবস্থিত। বাহাইদের সদর কার্যালয় হাইফাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর ইস্রায়েলের প্রশাসন এখান থেকেই পরিচালনা করা হয়।

সফেদ– গ্যালিলি পর্বতের উচ্চভূমিতে অবস্থিত। গ্রীষ্মাবাস ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে আদরণীয় স্থান। বহু শতাব্দীর প্রাচীন সিনাগগ এখানে রয়েছে। ইহুদিদের ধর্মীয় পণ্ডিত, আইন প্রণয়নকারী এবং মিস্টিক রহস্যবাদীদের কেন্দ্র ছিল এই শহর।

তাইবেরিয়াস–খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে স্থাপিত এই শহরের নাম রাখা হয়েছিল রোমান সম্রাট তাইবেরিয়াসের নাম অনুসারে। ইহুদি বিদ্যাচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল এই স্থান। পুরনো স্থাপত্যের প্রাচুর্য নিয়ে কেনেথ হ্রদের তীরে আধুনিক সাজসজ্জায় ঝকমকে এই শহরের আকর্ষণ পর্যটকদের কাছে খুব বেশী।

বিয়ারসেবা–দক্ষিণ ইস্রায়েলের গুরুত্বপূর্ণ শহর। এই শহরটি নতুন গড়ে উঠেছে নেগেভের রাজধানী হিসেবে।

এইলাত–ইস্রায়েলের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে বন্দর শহর। কথিত আছে রাজা সলোমনের বন্দর এখানেই ছিল। লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গে যোগাযোগ এই এইলাতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। মনোরম আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দৃশ্য, যোগাযোগের সুবিধা প্রভৃতি কারণে এইলাত সারা বছরই পর্যটকদের সমাদৃত স্থান। ইস্রায়েল-জর্ডন শান্তিচুক্তির পর এই শহরকে মূলতঃ পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

## গ্রাম্য জীবন

ইস্রায়েল পৃথিবীর অন্যতম নগরকেন্দ্রিক দেশ। এর মাত্র শতকরা নয় ভাগ লোক গ্রামে বাস করেন। এছাড়া আছে ইস্রায়েলের নিজস্ব ঢঙে তৈরী দুটো সমবায় সংগঠন–কিব্‌বুৎস এবং মোশাভ। বিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে এদের গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

ছোট-বড় নানা আকারের গ্রামগুলিতে বাস করেন মূলতঃ আরব ও দ্রুজরা। এঁরা ইস্রায়েলের জনসংখ্যার প্রায় ষোলো শতাংশ। জমি বাড়ীর মালিকানা ব্যক্তিগত। ফসল উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যক্তিগতভাবেই হয়। আরবদের মধ্যে এক ছোট্ট জনসংখ্যা হচ্ছে বেদুইন, প্রায় একলক্ষ সত্তর হাজার। এঁরা ক্রমশঃ যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে স্থায়ী আধুনিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন।

কিব্‌বুৎস–এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমবায় সংস্থা। এই সংস্থার সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ হয়। সম্পত্তি ও উৎপাদনের মালিকানা কিব্‌বুৎসের। দেশের শতকরা দুইভাগ লোক এখন কিব্‌বুৎসে বাস করেন। দুশো সত্তরটি কিব্‌বুৎস কৃষি উৎপাদনের শতকরা চল্লিশ ভাগ যোগান দেয়। এখন অবশ্য এরা শিল্পপণ্য উৎপাদন, পর্যটন এবং পরিষেবার কাজও করছেন।

মোশাভ–গ্রামীন বসতি। প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব বাসস্থান ও খামার আছে। আগে ক্রয়-বিক্রয় সমবায় প্রথায় হত। এখন প্রত্যেক পরিবার আরো বেশী স্বতন্ত্রভাবে

কাজ করছে। একটি মোশাভ প্রায় ষাটটি পরিবার নিয়ে গঠিত। মোশাভের সংখ্যা প্রায় চারশ' পঞ্চাশ। ইস্রায়েলের কৃষিজাত দ্রব্যের বড় অংশ মোশাভ যোগান দেয়।

এছাড়া আছে ইশুভ কোহিলাতি। ইহা এক ধরণের গ্রামীন সামাজিক সমবায় সমিতি। এর সংখ্যা প্রায় ষাট। শত শত পরিবার এক একটি ইশুভের আওতায় থাকে। পরিবারের প্রধানদের নিয়ে গঠিত এই সমিতি ইশুভের কাজকর্মের নীতি নির্ধারণ করে। একজন বেতনভুক সেক্রেটারী দৈনন্দিন কাজ দেখাশুনা করেন।

মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে গণতান্ত্রিক দেশ ইস্রায়েল। ইস্রায়েলী আরবরা দেশের আইনসিদ্ধ পূর্ণ নাগরিক। কোন মুসলিম প্রধান দেশে অন্য ধর্মামতাবলম্বী মানুষকে পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা দেওয়া হয়না। বরং তাকে জিম্মি হিসেবে দেখা হয় এবং যদৃচ্ছা পীড়ন করা হয় অথবা ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করা হয়। এ বিষয়ে কোরাণে নির্দেশ আছে ঃ-দুনিয়ার মুসলমান ইস্রায়েলকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদি জাতিকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেওয়ার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছিল এবং এখনও চেষ্টা করছে কিন্তু ইস্রায়েলে মুসলমান আরবরা প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলির মুসলমানদের চেয়ে উন্নততর জীবনযাত্রার অধিকারী।

ছুটির দিনে মুরগীর মাংস ইস্রায়েলীদের রুটিন খাবার। তাজা ফলমূল ও শাকসব্জীর প্রচুর যোগান আছে। 'স্যালাড' এদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। অবসর পেলে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে যাওয়া, প্রাচীন পুরাকীর্তি চর্চা এদের বিশেষ রুচি। কথায় বলে গোটা ইস্রায়েল জাতটাই শৌখিন প্রত্নতত্ত্ববিশারদে ভরা।

ইস্রায়েল ইহুদিদের দেশ হলেও খুব কমসংখ্যক মানুষই গোঁড়া। ধর্মীয় ছাপ বলতে একটাই যে এরা শনিবার ছুটির দিন পালন করে।

সর্বক্ষণ ইসলামের উদ্যত তরবারি, সন্ত্রাস ইত্যাদির মধ্যে থেকেও ইহুদিরা তাদের জন্মভূমিকে গড়ে তুলেছেন শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে সবদিক থেকে। ইস্রায়েল আছে, থাকবে। কারণ তার একটা ইতিহাস আছে।

আসুন আমরা সেই ইতিহাসের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হই॥

"সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি"

## বাইবেলের যুগ

(খৃষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতাব্দী থেকে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী)

জুডাইজম্—বাংলায় ইহুদিবাদ বলা যায়—তার প্রতিষ্ঠাতা হলেন আব্রাহাম। তিনি কানান অঞ্চলে বসবাস করতেন। মোটামুটিভাবে বর্তমান ইস্রায়েল ও লেবাননকে প্রাচীন কানান এলাকা বলে গণ্য করা হয়। আব্রাহাম সুখেই ছিলেন তার পুত্র-পৌত্র নিয়ে। তাঁর পুত্র আইজ্যাক। পৌত্র—জ্যাকব—তাঁর আবার বারো জন পুত্র এবং একটি কন্যা। কন্যার নামটি সুন্দর ডিনা। সময়টা ছিল প্রায় খৃষ্টপূর্ব দুহাজার সাল।

আব্রাহাম ছিলেন প্যাট্রিয়ার্ক। ইহুদিদের ইতিহাসে এই প্যাট্রিয়ার্ক কথাটি বারবার আসে। ওলড্ টেস্টামেন্টে অর্থাৎ পুরণো বা আদি বাইবেলে উপরে উল্লিখিত আব্রাহাম, আইজ্যাক, জ্যাকব ও তার ১২জন পুত্রকে প্যাট্রিয়ার্ক বলা হয়। এরা গোষ্ঠিপতি হিসেবে গণ্য হতেন। জ্যাকবই ইস্রায়েল নামে পরিচিত ছিলেন। জ্যাকবের উপর সন্তুষ্ট হয়ে ঈশ্বর তাঁকে ইস্রায়েল এই নাম প্রদান করেন। সেই সময় থেকেই দেশ ও জাতি ইস্রায়েল ও ইস্রায়েলী নামে পরিচিত হয়। চলছিল ভালই। যেমন চলে সব দেশে সব কালে সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবন।

এলো কালান্তক দুর্ভিক্ষ। ভয়ঙ্কর, সর্বসংহারক। মহামৃত্যুর বীভৎস তাণ্ডব।

আমরা ছিয়াত্তরের মন্বন্তেরর কথা পড়েছি। পড়েছি বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্ভিক্ষ পীড়িত পদচিহ্ন গ্রামের বিবরণ। ছোট মাপের হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালের (বাংলায় পঞ্চাশের) দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষদর্শী মানুষের সাক্ষাৎ এখনো পাওয়া যায়।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে আসে। ইস্রায়েলি এবং ইহুদি দুটো শব্দই একই সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে। জ্যাকবের দৈবদত্ত নাম থেকে দেশের নাম ইস্রায়েল এবং জাতির নাম ইস্রায়েলি হয়েছে। এ কথা আগেই বলা হয়েছে। আবার জাতি ও ভাষা বোঝাতে হিব্রু (Hibrew) কথাটিও ব্যবহার করা হয়। আসলে সুপ্রাচীন উত্তর সেমিটিক

লোকদের হিব্রু নাম দেওয়া হয় যারা পূর্বে উল্লেখিত প্যাট্রিয়ার্কদের বংশধর। তারপর খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ থেকে এরা ইহুদি বলে অভিহিত হতে থাকেন।

যে কথা হচ্ছিল, দুর্ভিক্ষের চাপে ইস্রায়েলিরা চলে গেল মিশরে। নীলনদের দেশে। সংখ্যায় নগণ্য হলেও কিছু লোক মাটি কামড়ে থেকে গেলেন।

যা হোক মিশরে ইস্রায়েলিদের জন্য অপেক্ষা করছিল ক্রীতদাসের জীবন। মিশরের সম্রাট ফারাও এই ক্রীতদাসদের দেহ থেকে নিংড়ে নিতে লাগলেন শ্রম। চারশ' বছর ধরে চললো এই নারকীয় জীবন। ইস্রায়েলিদের প্রার্থনা ছিল, ‘‘ঈশ্বর মুক্তি দাও''।

মুক্তি এলো। এলেন মুসা (Moses)। বাইবেলে কথিত আছে ঈশ্বর মুসাকে নির্দেশ দেন ইস্রায়েলিদের আবার স্বদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য। সময়টা খৃষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দী।

মুসার নেতৃত্বে ইহুদিরা আবার ইস্রায়েলে ফিরে যাবার উদ্যোগ গ্রহণ করলো। কিন্তু ফারাও ক্রীতদাসদের ছাড়বে কেন। তার সৈন্যরা পলাতকদের পিছনে ছুটে এলো। মুসার ইঙ্গিতে ঈশ্বরের কৃপায় জলরাশি দুভাগ হয়ে গেল। ইহুদিরা পার হয়ে গেল। ডুবে মরল ফারাওয়ের দলবল।

নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে ইস্রায়েলিরা মুসার নেতৃত্বে চল্লিশ বছর সিনাই মরু উপত্যকায় যাযাবর জীবনযাপন করলো। একটা সুফল হলো, দুঃখ কষ্টের নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইস্রায়েলিদের নানা গোষ্ঠি পরস্পরের সাহচর্যে মিলেমিশে একটি জাতি হিসেবে সংগঠিত হয়ে গেল। মিশর থেকে বেরিয়ে আসার এই ঘটনায় ইস্রায়েলিদের মানসিকতায় এক সুদৃঢ় স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে তোলে।

মুসার কাছেই সিনাই পর্বতে নেমে আসে তোরা (Torah)। দশটি নির্দেশ বা টেন কমাণ্ডমেন্টস্-এর সঙ্গে অনেকেই পরিচিত।

পরবর্তী প্রায় দুশো বছর ধরে ইস্রায়েলিরা তাদের দেশের বেশীরভাগ জায়গা উদ্ধার করে যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে।

কিন্তু বিপদ বাড়লো যখন নৌবিদ্যায় পারদর্শী ফিলিস্তিনীয়রা ভূমধ্যসাগরের

উপকূল এলাকায় বসতি স্থাপন করলো। ইস্রায়েলিদের তখন প্রয়োজন পড়লো এমন এক নেতৃত্ব যিনি সমস্ত জাতিকে এক সূত্রে বেঁধে ফিলিস্থিনীয় প্রমুখদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারবেন।

১০২০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল ইস্রায়েলি রাজবংশ। প্রমথ রাজা হলেন সল।

পরবর্তী রাজা হলেন ডেভিড। বাস্তবিক পক্ষে তিনি ছিলেন কিংবদন্তি পুরুষ। তিনি ইস্রায়েলিদের জাতি হিসেবে পরিপক্কতা দান করেন। তাঁর রাজত্বকালে (খৃষ্ট পূর্ব ১০০৪-৯৬৫) তিনি ফিলিস্থিনীদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন। ইস্রায়েল হয়ে উঠে ঐ এলাকার প্রধান সামরিক শক্তি। প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বন্ধুত্ব স্থাপনেও তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। এই বৈশিষ্ট্য ইস্রায়েলিদের বংশধারায় প্রবাহিত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। ডেভিড জেরুজালেমে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন এবং জেরুজালেম ইস্রায়েলের জাতীয় জীবনের ধর্মকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ডেভিড কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ইস্রায়েলের জাতীয় জীবনে ডেভিডের স্থান অতি উচ্চে।

ইস্রায়েলের তখন চলছে সুদিন। পরবর্তীকালে ডেভিডের পুত্র সলমন ৯৬০ খৃষ্টপূর্বাব্দে প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন জেরুজালেমে। জেরুজালেম হয়ে উঠে আরো মহীয়ান; পরিণত হয় ইস্রায়েলিদের আধ্যাত্মিক রাজধানীতে। সলমন প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি প্রথম মন্দির বলে পরিচিতি লাভ করে।

সলমন ডেভিডের মতই সন্ধি ও মিত্রতায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর আমলে ইস্রায়েল আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে।

কিন্তু পরাক্রান্ত কেন্দ্রীয় শাসকের মৃত্যুর পর বিভিন্ন শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ইতিহাসে এটাই সাধারণতঃ দেখা যায়। ৯৩০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সলমনের রাজ্য জুডা এবং ইস্রায়েল এই দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়।

৭২২-৭২০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে আসিরিয়রা আক্রমণ চালিয়ে ইস্রায়েলকে গুঁড়িয়ে দেয়। অন্য অংশ অর্থাৎ দক্ষিণের রাজ্য জুডা দখল করে নেয় ব্যাবিলনীয়রা। ধ্বংস করে জেরুজালেম ও প্রথম মন্দিরটি। সময় ৫৮৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দ।

ইস্রায়েলিরা দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু হয়। আগেই বলা হয়েছে ইস্রায়েলিরা প্রথম উদ্বাস্তু হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে দুর্ভিক্ষের চাপে।

ইহুদিরা মরতে চায়না। সম্বল—অসীম ধৈর্য্য, সহনশীলতা এবং বিশ্বাস। ব্যাবিলনীয়দের তাড়া খেয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেও তারা স্বদেশ ইস্রায়েল, তার প্রাণকেন্দ্র জেরুজালেম এবং রাজা ডেভিডকে ভুলতে পারেনি। ব্যাবিলনের নদীর তীরে বসে তারা প্রতিজ্ঞা করলো, "হে জেরুজালেম আমি যদি তোমাকে ভুলে যাই তাহলে আমার ডানহাত যেন শুকিয়ে যায়। আমি যদি তোমার কথা না চিন্তা করি আমার জিভ যেন শুকিয়ে যায়।"

বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশেষত পূর্ববঙ্গ থেকে তাড়া খাওয়া হিন্দুরা কী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?

প্রথম মন্দির ধ্বংসের (৫৮৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) পর ব্যাবিলনে নির্বাসনের সময় থেকেই ইস্রায়েলিদের এক নূতন ইতিহাস। তাকে বলা হয় ইহুদিদের ছড়িয়ে পড়া বা জিউইস্ দিয়াস্পোরা (Jewish Diaspora)। এর উদ্দেশ্য হলো ইস্রায়েল থেকে উৎখাত বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদিদের জীবনধারায় ধর্মীয় কাঠামো ও জীবনচর্চায় এক অখণ্ড বন্ধন বজায় রাখা যাতে ইহুদিরা তাদের প্রাণশক্তি বজায় রাখতে পারে এবং ভবিষ্যতে জাতি হিসেবে পুণর্জাগরণের শক্তি সঞ্চয় করতে পারে।

## পারস্য ও গ্রীক শাসনকাল

(খৃষ্টপূর্ব ৫৩৮-১৪২)

পারস্য ও গ্রীক শাসনকালে ইহুদিরা কিছুটা স্বস্তি লাভ করে।

পারস্যরাজ সাইরাস (Cyrus) ৫৩৮ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ব্যাবিলন সাম্রাজ্য জয় করে নেন। তাঁর এক ডিক্রিতে ব্যাবিলন থেকে ইহুদিরা ইস্রায়েলে ফিরে যাবার অনুমতি লাভ করে। রাজা ডেভিডের এক বংশধর, যার নাম জেরুবাবেল, তাঁর নেতৃত্বে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ইহুদি স্বদেশে ফিরে আসেন। মনে আছে যে মুসার নেতৃত্বে ইহুদিরা

প্রথমবার স্বদেশে ফিরে আসেন। পরবর্তীকালে একশ বছরের মধ্যে স্ক্রাইব এজরা'র নেতৃত্বে ইহুদিদের দ্বিতীয় দল ইস্রায়েলে ফিরে আসে। বাস্তবিক পক্ষে পারস্য এবং গ্রীক শাসনে ইস্রায়েলিরা কমবেশী স্বায়ত্বশাসন উপভোগ করেন। আলেকজান্ডার ইস্রায়েল জয় করলেও তাদের ধর্মাচরণে বাধা দেন নি।

এদিকে এজরা'র গৌরবজনক নেতৃত্বে ইহুদিরা প্রথম মন্দিরের জায়গায় দ্বিতীয় মন্দির তৈরী করেন। এই সময় স্থাপিত হয় ক্লেসেট হাগেডোলাব (Knesset Hagedolab) মানে মহাসংসদ। ইহুদিদের ধর্মীয় ও বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রতিষ্ঠান। পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলির মধ্যে জুডাকে এক স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে গণ্য করা হত।

কিন্তু পরবর্তীকালে সেলুসিড শাসকদের আমলে ইহুদিদের উপর গ্রীক সংস্কৃতি ও আচার-আচরণ চাপিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় মন্দির অপবিত্র করা হয়। জুডাইজম্ বা ইহুদিবাদ অনুশীলন নিষিদ্ধ হয়।

এর বিরুদ্ধে হাসমোনিয়ান পুরোহিত পরিবারের ম্যাথাথিয়াস এবং তার পুত্র ম্যাকাবীর (Maccabee) নেতৃত্বে ইহুদিরা বিদ্রোহ করে এবং জেরুজালেমে প্রবেশ করে দ্বিতীয় মন্দির উদ্ধার করে। সময়টা খৃষ্টপূর্ব ১৬৪। সেলুসিড রাজ্যের পতনের পর ইহুদিরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। হাসমোনিয়ান রাজবংশ প্রায় আশি বছর রাজত্ব করেন। এই সময়ে ইস্রায়েলের সীমানা প্রায় রাজা ডেভিডের রাজ্যের আয়তনের কাছাকাছি চলে যায়। ইহুদিদের রাজনৈতিক সংহতি বৃদ্ধি পায় এবং জীবন সমৃদ্ধ হয়।

## রোমান শাসন

(খৃষ্টপূর্ব ৬৩-খৃষ্টাব্দ ৩১৩)

সেলুসিডদের পতনের পর মহাশক্তিশালী রোমান সম্রাট হাসমোনিয়ান রাজা দ্বিতীয় হাইবকানুসকে সীমিত স্বায়ত্ব শাসনের অধিকারী করেন। কিন্তু ইহুদিরা রোমানদের প্রতি বিরূপ ছিল। রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পরাজিত হওয়ায়

হাসমোনিয়ান শাসনের অবসান ঘটে। ইস্রায়েল সরাসরি রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে একটি প্রদেশ হয়ে যায়।

রোমান সম্রাট-এর পর হেরোডকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সর্বক্ষমতা দিয়ে শাসক নিযুক্ত করেন। হেরোদ প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করেন। তিনি মন্দির সংস্কার করে দেন।

হেরোডের মৃত্যুর দশ বছর পরে জুডিয়া সরাসরি রোমান শাসনের অধীনে চলে যায়। ক্রমবর্ধমান রোমান শোষণ অত্যাচারে ইহুদিরা বিদ্রোহ করে। কিন্তু উন্নততর সামরিক শক্তির কাছে পরাজিত হয় (৭০ খৃষ্টাব্দে)। রোমানদের নিয়ম ছিল আনুগত্য স্বীকার না করলে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হবে। তাই হল। জেরুজালেমকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হল। ধ্বংস হল দ্বিতীয় মন্দির।

খৃষ্ট জন্মের তিয়াত্তর বছর পরে ইহুদিরা উদ্বাস্তু হল—তৃতীয়বার। রাবাই ইওকানান বেন জাকাই (Rabbi Yochanan Be Zakkai) রোমের হাতে পরাজিত বিধ্বস্ত ইহুদিরা যাতে হারিয়ে না য়ায় সেজন্য ইহুদিদের লেখাপড়া (Scholarship) বজায় রাখার উপায় করেন যা তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম দিয়াসপোরাতে চালিয়ে গিয়েছে।

## মরিয়া না মরে রাম

হিন্দু বাঙ্গালীর আশীর্বাদের একটি উপকরণ হল দূর্বা। এর প্রাণশক্তি প্রবল। হিরোসিমার বোমা-বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনকারী দল দেখতে পেয়েছিলেন যে সর্বাত্মক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে জীবনের দাবী নিয়ে গজিয়ে উঠেছে একগাছি দূর্বা।

ইহুদিরাও বারবার ধ্বংসস্তূপ থেকে জীবনের প্রত্যাশা নিয়ে হাজির হয়েছে দূর্বার মত, ভস্মস্তূপ থেকে ফিনিক্সের মত।

রোমের ব্যাপক ধ্বংসাত্মক আক্রমণের ফলে ইহুদিরা দেশবিহীন মন্দিরবিহীন হল বটে কিন্তু শেষ হয়ে গেল না। সত্তর খৃষ্টাব্দে ইয়াভ্‌নেহ্‌তে এবং পরবর্তীকালে

তাইবেরিয়াসে সম্মেলন করার মাধ্যমে ইহুদিরা ধীরে ধীরে নিজেদের সংহত করতে লাগল। পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় আইন হালাখাব, মন্দির-সিনাগগ এবং ভাষা হিব্রু অবলম্বন করে আবার শক্তিসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হল।

আক্রমণ কিন্তু চলতেই থাকলো। পূর্ব রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ৩১৩ খৃষ্টাব্দে। তিনি ইহুদিদের উপর আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে দিলেন। বেথেলহেম, জেরুজালেম, গ্যালিলি প্রভৃতি স্থানে নির্মিত হতে লাগল খৃষ্টান মঠ ও চার্চ। সম্রাটের সেনাবাহিনী জেরুজালেম থেকে ইহুদিদের তাড়িয়ে দিল। ইহুদিরা আবার উদ্বাস্তু হলেন। চতুর্থবার, সময় ৬২৯ খৃষ্টাব্দে।

## হে অতীত কথা কও

৬৩৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইস্রায়েলের উপর চলল আরব মুসলিম সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ। আনোয়ার শেখ তাঁর "ইসলাম, আরবদের জাতীয়তাবাদ" বইতে বলেছেন 'ইসলাম পৃথিবীর মানুষকে দুইভাগে ভাগ করলো। এক – মুসলমান, যারা ইসলামে বিশ্বাস করে; দুই–অমুসলমান যারা ইসলামে বিশ্বাস করে না। এই দুই মানবগোষ্ঠির মধ্যে প্রথম দল দ্বিতীয় দলের চেয়ে উত্তম। ইসলামে বিশ্বাসীদের ব্রত হল অবিশ্বাসীদের নিশ্চিহ্ন করে পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা।"

এই প্রসঙ্গে কোরাণের কিছু আয়াত স্মরণ করা যেতে পারে ঃ–

১) "অবিশ্বাসীগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" – সুরা-নিসা আয়াত-১০১

২) "হে বিশ্বাসীগণ! অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক।" – সুরা-তওবা। আয়াত-১২৩

৩) "তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না তাদের ধর্মদ্রোহিতা দূর হয় এবং আল্লার (ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত না হয়।" – সুরা-বাক্কারাহ। আয়াত-১৯৩

৪) "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা, আমি তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। — সুরা-ফাতাহ। আয়াত-১০

৫) "অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।" — সুরা-নিসা আয়াত-১৮১

৬) "যারা সত্যধর্ম (ইসলাম) অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ স্বেচ্ছায় জিজিয়া দেয়।" — সুরা-তওবা। আয়াত-২৯

৭) "অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদের যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে। — সুরা-তওবা। আয়াত-৫

এই ধরণের অজস্র আয়াতের মাত্র কয়েকটি দেওয়া হল। এই কয়টি অনুধাবন করলেই ইসলামের স্বরূপ বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। দেশভাগের বলি বাঙালী হিন্দুরা তো এই ধর্মের শিকার। চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে এখন উদ্বাস্তু। দুঃখের বিষয় কিছু প্রগতিশীল ছাপমারা মানুষ পূর্বপুরুষের ভিটে থেকে উৎখাত হয়েও পশ্চিমবঙ্গে এসে ধর্মনিরপেক্ষতার চাষবাস করছেন। বাংলাদেশে যে এথ্‌নিক ক্লিনজিং চলছে, যে হিন্দু পোগ্রোম চলছে সে ব্যাপারে তারা নীরব।

পাঠক। অনুগ্রহ করে বিচার করুন।

৬৩২ খৃষ্টাব্দে হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পরেই ইসলামে দীক্ষিত আরবরা দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়লো। সঙ্গে তলোয়ার এবং কোরাণ।

এই প্রসঙ্গে আনোয়ার শেখ তাঁর পূর্বে উল্লিখিত বইতে প্রণিধানযোগ্য কথা বলেছেন : "সেমিটিক ধর্ম থেকে উদ্ভূত ইসলাম ধর্ম মানুষের আক্রমণাত্মক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ।"

বাস্তবিক পক্ষে কোরাণের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে অমুসলমানদের প্রতি আক্রমণাত্মাক উস্কানি।

অনুগ্রহ করে কোরাণ পাঠ করুন।

যা হোক, ইস্রায়েল আরবদের সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্ভূক্ত হল। কখনো বাগদাদ, কখনো দামাস্কাস, কখনো বা মিশর। যেখানে যখন যেই খলিফা থাকুন না কেন ইহুদিদের খতম করার ব্যাপারে তাঁরা ইসলামের নির্দেশ এবং ঐতিহ্যের দ্বারা পরিচালিত হতেন। ফলে মুসলিম শাসনে অমুসলিমদের যে দুর্গতি হয় ইহুদিদের বেলাতেও তাই হল। কোরাণে এই ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ আছে।

"হে বিশ্বাসীগণ! ইহুদি ও খৃষ্টানদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না।" সুরা-মায়েদাহ্ । আয়াত-৫১

৬৯১ খৃষ্টাব্দে খলিফা আবদ্ এল মালিক জেরুজালেমে ইহুদিদের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্দিরের জায়গায় ইসলামের গৌরব প্রচারের জন্য "ডোম অব্ দি রক" নির্মাণ করেন। প্রথমে ইসলামী রীতি অনুসারে ইহুদিরা অর্থাদির বিনিময়ে 'জিম্মি' হিসাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ৭১৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বিধর্মী ইহুদিদের সামাজিক, ধর্মীয় এবং আইনগত অধিকার ব্যাপকভাবে খর্ব করা আরম্ভ হয়। ইহুদিদের চাষের জমির উপর অত্যন্ত উচ্চহারে ট্যাক্স্ ধরা হয়। ফলে তারা গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হল। কিন্তু রেহাই নেই। শহরেও ভয়াবহ সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের চাপ।

ইহুদিদের জীবনযাত্রা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মুসলিমদের অত্যাচারে ইস্রায়েল ইহুদি শূণ্য হয়ে গেল। মুষ্টিমেয় ইহুদি "দিন যাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানি" নিয়ে টিকে থাকেন।

পাঠক! এই প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কথা দয়া করে স্মরণ করুন।

## গোদের উপর বিষফোড়া

(১০৯৯-১২৯১খৃষ্টাব্দ)

এর পরবর্তী দুশো বছর ইহুদিদের উপর চলে ক্রুসেডের অত্যাচার। পোপ দ্বিতীয় আরবান-এ র আহ্বানে পবিত্রভূমি—হোলি ল্যান্ড অর্থাৎ জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য নাইট্‌দের নেতৃত্বে খৃষ্টানরা মহাকোলাহলে ঝাঁপিয়ে পড়লো জেরুজালেমের উপর। ইহুদিরা প্রতিরোধে ব্যর্থ হল। তাদের পুড়িয়ে মারা হল। করা হল ক্রীতদাস।

সালাদিনের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ক্রুসেডারদের উৎখাত করে। সালাদিন ইহুদিদের কিছু স্বাধীনতা এবং জেরুজালেমে বসবাসের অধিকার প্রদান করেন।

মিশরের মামলুক মুসলিম বাহিনী ক্রুসেডারদের ১২৯১ খৃষ্টাব্দে পাকা-পাকিভাবে উৎখাত করে। এদের শাসন চলে (১২৯১-১৫১৬ খৃষ্টাব্দ) দামাস্কাস থেকে। ক্রুসেডারদের পুনরাক্রমণের ভয়ে তারা এ্যকর, জাফা ইত্যাদি বন্দরগুলি ধ্বংস করে দেয়, যাতে জলপথে কেউ আসতে না পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেমে আসে বিপর্যয়।

মামলুক মুসলিম শাসনের অবসান হয় তুর্কি আক্রমণে। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে ইস্রায়েল অটোম্যান (তুর্কি) সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। তুর্কি শাসন চলে ১৫১৭-১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইহুদির সংখ্যা কমতে কমতে মাত্র এক হাজার পরিবারে দাঁড়ায়। এরা জেরুজালেম, নাবলুস, হেব্রন, গাজা, সফেদ এবং গ্যালিলির কয়েকটি গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করতেন। এরা হলেন সেইসব ইহুদিদের বংশধর যারা নানা অত্যাচার সহ্য করেও স্বদেশে থেকে গিয়েছিলেন। এদের সঙ্গে উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপ থেকে চলে আসা কিছু ইহুদিও ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য যে সালাদিন ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে ক্রুসেডারদের পরাভূত করেন। ক্রুসেডার সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় মামলুকদের হাতে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সালাদিনের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এক সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা থাকায় ইহুদিদের কিছু সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি ঘটে। এর ফলে বাইরের দেশ থেকে অত্যাচারিত ইহুদিদের স্বদেশে ফেরার আকাঙ্খা বৃদ্ধি পায়। ফলে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহুদিদের জনসংখ্যা প্রায় দশ হাজারে দাঁড়ায়।

নানা কারণে তুর্কিশাসন দুর্বল হতে আরম্ভ হওয়ায় ইস্রায়েলের দুর্দশা বাড়তেই থাকে। গ্যালিলি এবং কারমেলের বিশাল বনাঞ্চল লোপাট হয়ে গেল। চাষের জমিতে থাবা বাড়ালো মরুভূমি।

তুর্কি শাসনের মধ্যযুগীয় পশ্চাৎপদতা থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষণ দেখা দিল যখন উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শক্তিগুলি পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে নিজ নিজ

প্রতিষ্ঠা স্থাপনে উঠে পড়ে লেগে গেল। ব্রিটিশ, ফরাসী এবং আমেরিকানরা বাইবেল যুগের প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিল। ব্রিটেন, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ইউ.এস.এ. জেরুজালেমে তাদের কন্‌সুলেট খুললো। পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে জলপথে এবং ডাক ও তার যোগে ইস্রায়েলের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেল। সুয়েজ খাল চালু হওয়ার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটলো। ইহুদিদের স্বদেশে ফেরার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। তাঁরা শহরের দেওয়ালের বাইরেও বসতি স্থাপন করলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইহুদিরা জেরুজালেমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। কৃষিখামার প্রতিষ্ঠিত হল, প্রতিষ্ঠিত হল গ্রামীণ বসতি। ধর্মীয় গণ্ডী থেকে মুক্ত করে হিব্রু ভাষাকে সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য করে তোলার প্রয়াস চালু হল।

## জায়োনিজম্

'একটি স্ফূলিঙ্গ সমগ্র বনাঞ্চল পুড়িয়ে দিতে পারে'—মাও জে দং

ইহুদিদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নাম জায়োনিজম্ (Zionism)। এটি একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। জেরুজালেম এবং ইস্রায়েলকে এক কথায় "জায়ন" নামে অভিহিত করা হতো। এই আন্দোলনের মূল কথা হল ইহুদিদের তাদের পূর্বপুরুষের ভূমিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা।

এই পুনঃ প্রতিষ্ঠার ধ্যান ও সংকল্প ইহুদিদের শত শত বছরের অত্যাচার নিপীড়ণের মধ্যেও বাঁচিয়ে রেখেছিল।

তবে দু'হাজার বছরের এই স্বপ্ন বা ইউটোপিয়া (UTOPIA) ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বাস্তবায়িত হবার পথে এবার এগোলো। ইহুদিদের রাষ্ট্রের সমর্থকদের অন্যতম ছিলেন নেপোলিয়ান। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং জার্মানীতে এর সমর্থনে আওয়াজ উঠে। তবে এই দাবীর জোরালো প্রেরণা আসে রাশিয়ায় ইহুদিদের উপর বীভৎস অত্যাচারের বিবরণ থেকে। জিউইস পোগ্রোম

(Jewish Pogrom) বা ইহুদি নিধন যজ্ঞ। যা এখন বাংলাদেশে চলছে হিন্দু পোগ্রোম। দ্রষ্টব্যঃ- তসলিমা নাসরিনের "লজ্জা"। সামাদ আজাদের "এথনিং ক্লিনজিং"।

থিওডর হার্জল ভিয়েনার (অষ্ট্রিয়ার রাজধানী) ইহুদি সাংবাদিক ও নাট্যকার। ইহুদিদের এই দুরবস্থা দেখে একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। নাম Jewish State (ইহুদি রাষ্ট্র)। এই পুস্তিকায় তিনি ইহুদি সমস্যা সমাধানের পক্ষে ইহুদিদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী তোলেন। এক বছরের মধ্যেই তিনি বিশ্ব জায়োনিষ্ট সংস্থা (World Zionist Organisation) গঠন করেন এবং ১৮৯৭ সালের আগষ্ট মাসে সুইজারল্যান্ডের রাসেল শহরে এই সংগঠনের প্রথম সম্মেলন হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ২০৬ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। মৌলিক লক্ষ্য ঠিক হল "প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা"। ভিয়েনায় এই সংগঠনের সদর দপ্তর স্থাপন করা হল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। হার্জল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যান। তাঁর চেষ্টা বিফল হয় নি।

[ জায়োনিষ্ট আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন বৈজ্ঞানিক এ্যালবার্ট আইনস্টাইন। এর জন্য তাঁকে হত্যা করারও চেষ্টা করা হয়। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক হকিং-এর "সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" বইতে এর সমর্থনে বক্তব্য পাওয়া যায়। ১৯৪৮ সালে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে আইনস্টাইনকে রাষ্ট্রপতি হবার জন্য অনুরোধ করা হয়। "রাজনীতির চেয়ে সমীকরণ" তাঁর কাছে বেশী প্রিয় বলে তিনি এই প্রস্তাবে রাজী হননি। ]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পতন হয়। জায়োনিষ্ট আন্দোলনের প্রভাবে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশ প্যালেস্টাইনে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাবে সমর্থন প্রকাশ করেন। আমেরিকার ইহুদিরা প্রেসিডেন্ট উড়রো উইলসনের সমর্থন আদায় করে নিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের আমলে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে একটি ঘোষণা পত্রে "প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জাতীয় রাষ্ট্র" স্থাপনের অনুকূলে প্রস্তাব রাখা হয়। তখনকার বিদেশ সচিব বালফুরের স্বাক্ষরে এই ঘোষণাপত্র প্রকাশ

করা হয় বলে ইহা বালফুর ডিক্লারেশন বলে খ্যাতি লাভ করে।

জেনারেল এলেনবি'র নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করল। শেষ হল চারশ বছরের (১৫১৭-১৯১৭) তুর্কি শাসনের।

## ব্রিটিশ শাসন

১৯১৮ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত প্যালেস্টাইনে চললো ব্রিটিশ শাসন। লীগ অব নেশনস্ ১৯২২ সালে ব্রিটেনকে প্যালেস্টাইনের জন্য ম্যান্ডেট (Mandate for Palestine) দিলেন। লীগ অব নেশনস্ স্বীকার করে নিলেন যে "ইহুদিদের সঙ্গে প্যালেস্টাইনের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে" (the historical connection of the Jewish people with Palestine)।

ব্রিটেনকে বলা হল তারা যেন ইহুদিদের জন্য একটি "হোমল্যান্ড" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। দু'মাস পরে লীগ অব নেশনস্ এবং ব্রিটেনের মতটা কিছু পালটে গেল। সিদ্ধান্ত হল ম্যানডেটে যে জায়গা ইহুদিদের দেবার কথা ছিল তার চারভাগের তিনভাগ জায়গা দেওয়া যাবে না। যে অংশটি দেওয়া হল না তা জর্ডান নদীর পূর্ব দিকে জর্ডানের হাশেম বংশীয় মুসলমান রাজাকে দেওয়া হল।

'নাই মামার চেয়ে কানামামা ভাল'। ইহুদিরা ভাবী রাষ্ট্র গঠনের প্রতীক্ষায় থাকলো। বিভিন্ন দেশ থেকে দলে দলে ইহুদি প্যালেস্টাইনে আসতে থাকলো।

১৯২৯ সালে বিশ্ব জায়োনিষ্ট সংগঠন থেকে গঠন করা হল প্যালেস্টাইনের জন্য ইহুদি এজেন্সি (Jewish Agency for Palestine)। উদ্দেশ্য, সব ইহুদি মিলে প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা। প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ শাসন ইহুদিদের আভ্যন্তরীণ শাসন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। ফলে, ইহুদিরা অর্থনীতিতে, সংস্কৃতিতে, হিব্রুভাষার উন্নতিতে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে।

## আরব মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া

ইহুদিদের জাতীয় আন্দোলন ও উন্নতি আরব মুসলিমদের চোখে ভাল ঠেকলো

না। তারা ব্যাপক দাঙ্গা লাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ইহুদিদের উপর। আরব মুসলিমরা কোরাণের নির্দেশ অনুসারে বিধর্মী হত্যায় সিদ্ধহস্ত। ১৯২০, ১৯২১, ১৯২৯, ১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সনের দাঙ্গাগুলি হিংস্রতায় ভয়াবহ। ইহুদিদের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেল। কোন আলোচনাই ফলপ্রসূ হল না। কেন না, আরব মুসলিমদের শুধু আরব কেন সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা হল "ইহুদিদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করা"।

এই অবস্থায় ব্রিটেন প্যালেস্টাইনকে দুভাগ করে ইহুদি ও আরবদের পৃথক ভূমি দেবার প্রস্তাব করে। আরবরা তাতে রাজী হল না।

ওদিকে জার্মানী তথা পূর্ব ইউরোপে ইহুদিদের উপর শুরু হল ব্যাপক অত্যাচার। ফলে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের আগমন বেড়েই চললো। ইহুদিদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে মুসলিমরা উত্তেজিত হওয়ায় তাদের খুশি করার জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রিটেন এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করে ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে আসা এবং জমি কেনার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করলো। প্রতিক্রিয়ায় ইহুদিরা বেআইনিভাবেই তাদের প্যালেস্টাইনে আসার স্রোত কম-বেশী অব্যাহত রাখল। এ ছাড়া তাদের অন্য উপায় ছিল না, কারণ ইউরোপে ইহুদিদের উপর অত্যাচারের বিষয়ে শ্বেতপত্র নীরব থাকল।

পাঠক স্মরণ করুন বাংলাদেশে বীভৎস হিন্দু নিপীড়ণের সম্বন্ধে ভারতের সেকুলারবাদীদের আশ্চর্য নীরবতা।

## ইহুদিদের গুপ্ত সংগঠন

আরব মুসলমানদের অত্যাচার, দাঙ্গার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইহুদিরা তিনটি গুপ্ত সংগঠন করল। বৃহত্তম সংগঠনটির নাম হাগানা (Haganah)। ইহুদিদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ১৯২০ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩০ থেকে এই সংগঠন আরবদের আক্রমণের বদলা নিতে শুরু করে। ইহুদিদের তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের বাধানিষেধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। দ্বিতীয় সংগঠন এৎজেল (Etzel) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩১ সালে। এই সংগঠন হাভানার নরম পথ বর্জন করে এবং আরব ও

ব্রিটিশ উভয়ের বিরুদ্ধে নিজেরা কঠিন কার্যক্রম শুরু করে দেয়। সবচেয়ে ছোট অথচ প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক তৃতীয় সংগঠনটির নাম লেবি (Lebi)। প্রতিষ্ঠা ১৯৪০ সালে। ১৯৪৮ সালে ইহুদি প্রতিরক্ষা বাহিনী (The Jewish Defence Forces) গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই তিনটি সংগঠন ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

*** *** *** *** *** *** *** ***

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আশি হাজারের উপর ইহুদি ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগদান করে নাৎসী বাহিনী এবং অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে (১৯৩৯-৪৫) হিটলার আরো সংগঠিতভাবে ইহুদি নির্মূল করার কাজে মেতে উঠে। অনেক বাধানিষেধ সত্বেও ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে নাৎসীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নানা বিপদ-সংকুল পথে পঁচাশি হাজার ইহুদি তাদের আকাঙ্কিত ভূমি প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করে। যারা ধরা পড়ে তাদের সাইপ্রাস দ্বীপে আটকে রাখা হতো অথবা ইউরোপে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।

হিটলারের ইহুদি নিধন কর্মে সহযোগিদের মধ্যে অন্ততঃ একজনের কথা এই প্রসঙ্গে আলোচনা সমীচিন।

সেই ব্যক্তির নাম কার্ল এড়লফ আইখম্যান। এর জন্ম প্যালেস্টাইনে। অনর্গল হিব্রু বলতে পারত। আইখম্যান ১৯৩২ সালে নাৎসী পার্টিতে যোগদান করে। সেই বৎসরেই সে হিটলারের এস. এস. সংগঠনের সদস্য হয় এবং "অস্ট্রিয়ান লিজিয়ন" নামে সন্ত্রাসবাদীদের ইস্কুলে যোগদান করে। তার "কৃতিত্বে"র জন্য তাকে বার্লিনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'ইহুদি বিষয়ক দপ্তর"-এ নিয়োগ করা হয়। ১৯৩৮ সালে ভিয়েনাকে ইহুদি মুক্ত করার জন্য আইখম্যানকে পাঠানো হয়। পরের বছর তাকে চেকোশ্লোভিয়ার রাজধানী প্রাগ-এ পাঠানো হয় একই উদ্দেশ্যে। নাৎসীদের "ফাইনাল সলিউশন অব ইহুদি প্রবলেম" কর্মসূচী কার্যকরী করার জন্য আইখম্যান ইউরোপের নাৎসী অধিকৃত এলাকা থেকে ইহুদিদের ধরে এনে আউৎস্য়িজ (Auschwitz) এবং অন্যান্য মৃত্যুশিবিরে চালান দিত। আইখম্যান, হিখলার, হেড়রিখ প্রভৃতি হিটলারের অনুচরদের হাতে যাট লক্ষ ইহুদি নিহত হয়। একমাত্র আউৎস্য়িজ-

ত্রেবলিংকা শিবিরেই বিশ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয়। যুদ্ধ শেষে আইখম্যান আমেরিকার সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু ১৯৪৬ সালে বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে যায়। নানা জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত আর্জেটিনার বুয়েনস্ আইরস্ শহরে আত্মগোপন করে। ১৯৬০ সালে ইস্রায়েলের গোপন পুলিশ আইখম্যানকে আর্জেটিনা থেকে তুলে ইস্রায়েলে নিয়ে আসে। ইস্রায়েলী আইন অনুসারে মানবতা তথা ইহুদিদের বিরুদ্ধে অপরাধী হিসেবে তার বিচার হয়। শাস্তি হয় প্রাণদণ্ড। লক্ষ লক্ষ ইহুদি নর-নারী-শিশু হত্যাকারী আইখম্যান ইহুদি রাষ্ট্রপতির কাছে নিজের প্রাণভিক্ষা চেয়ে আবেদন করে। নিয়তির পরিহাস! আবেদন না-মঞ্জুর হয়। আইখম্যানের হয় ফাঁসি (১৯৬১ সাল)।

*** *** *** *** *** *** *** ***

ব্রিটেন ইহুদি এবং আরব মুসলিমদের পরস্পরবিরোধী দাবির মীমাংসা করতে অপারগ হয়ে রাষ্ট্রসংঘকে অনুরোধ করলো যেন প্যালেস্টাইনের বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে তোলা হয়।

১৯৪৭-এর ২৯ নভেম্বর প্যালেস্টাইন ভাগের প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে উঠে। প্রস্তাব পাশের জন্য দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন দরকার।

প্রথম ভোটার আফগানিস্থান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিল। কিউবাও বিরুদ্ধে ভোট দিল। চীন ভোট দানে বিরত থাকল। বিরত থাকল ব্রিটিশ সিংহ। ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো যে ভারত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ করলো সেই ভারত প্যালেস্টাইন ভাগের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিল। ভুলে গেল মাত্র সাড়ে তিনমাস আগে ১৯৪৭-এর ১৪ই আগষ্ট ভারতকে ভেঙ্গে মুসলমানেরা তাদের জায়গা করে নিল। বিচিত্র কিছুই নয়। মুসলমানরা দেশভাগ করে তাদের লবী এখানে রেখে গিয়েছে, যার বিষময় ফল পঞ্চাশ বছর ধরে ভারত ভুগছে। হিন্দুর পোশাকে হিন্দুর দেহে অনেক ব্যক্তি এবং দলের হৃদয়েই রয়েছে কাবার কালো পাথর।

যা হোক, শেষ ভোটার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিল।

আরবরা হারল। তাদের প্রাপ্ত তেরটি ভোটের মধ্যে এগারোটি হল মুসলমান রাষ্ট্র। মাত্র দুটো অমুসলিম রাষ্ট্র। কিউবা আর ভারত।

প্যালস্টাইন ভাগের সিদ্ধান্তে আরব রাষ্ট্রগুলিতে শুরু হয়ে গেল মহাকোলাহল।

ইস্রায়েলকে ধ্বংস কর।

জানুয়ারি ১৯৪৮ সালের ভিতরেই বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র থেকে মুসলিম জেহাদীরা প্যালস্টাইনে আসতে লাগলো। উদ্দেশ্য ইহুদি ধ্বংস করা। কিন্তু ইরগুণ (Irgun) এবং স্টার্ন (Stern) গ্রুপ নামে দুটি ইহুদি যোদ্ধা সংগঠন আরবদের হঠিয়ে দিল। তারা ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসের ৯ তারিখে "দের ইয়াসিন" (Deir Yasin) গ্রামটি দখল করে নেয়। এই গ্রাম আরব মুসলিম অধ্যুষিত ছিল। ঐ সংগঠনগুলি প্রায় ২৪০ জনকে হত্যা করে। লক্ষ লক্ষ ইহুদি হত্যায় যে বিশ্ববিবেক জাগ্রত হয় নি, ২৪০ জন আরব হত্যা হওয়ায় সেই বিবেক সহসাই জেগে উঠলো। এই হত্যকাণ্ড ব্যাপক প্রচার লাভ করলো। ফলে ভীত সন্ত্রস্ত আরব জনতা প্যালস্টাইন ছেড়ে যেতে লাগলো।

সৃষ্টি হল প্যালেস্টাইন উদ্বাস্তু সমস্যা। মে ১৪, ১৯৪৮-এ ঘোষিত হল ইস্রায়েল রাষ্ট্র (Enetz Israel)।

আমরা এবার যাই ১৯৪৮-এর ১৫ই মে তারিখে।

## ॥ তৃতীয় পর্ব ॥

পনেরই মে, ১৯৪৮। স্বাধীনতার প্রথম দিন। ইস্রায়েলের সর্বত্র ইহুদিরা গেয়ে চলেছে তাদের জাতীয় সঙ্গীত "হাতিকভা" ঃ-

As long as deep in the heart
The soul of a Jew yearns
And towards the East
An eye looks to Zion,

Our hope is not yet lost
The hope of two thousnad years
To be a free people in our land,
The land of Zion and Israel.

যতদিন হৃদয়ের গভীরে
ইহুদির আত্মায় আকুতি আছে
আর পূবের দিকের দেশে
তার এক চোখ জায়নকে দেখে
ততদিন আমাদের আশা হারিয়ে যাবে না
দু'হাজার বছরের লালিত আশা–
নিজের দেশেতে স্বাধীন জাতি হওয়া
জায়নের ভূমি আর ইস্রায়েলে।

ইহুদিরা অভিজ্ঞ, স্বাধীনতার উৎসবে গা ভাসিয়ে দেয়নি। হাজার হাজার বছরের দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা তাদের দিয়েছে দূরদৃষ্টি। তারা জানে "নাগিনীরা" চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস।

ঠিক তাই। স্বাধীনতার প্রথম দিনেই শুর হল প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলির আক্রমণ। তাদের উদ্দেশ্য ইস্রায়েল রাষ্ট্রকে আঁতুড়ে ধ্বংস করা। আক্রমণকারীরা হল লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান, মিশর ও ইরাক। এরা নিয়মিত সেনাবাহিনী নিয়ে ইস্রায়েলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। রাষ্ট্রসংঘের, বিশ্বজনমতের তোয়াক্কা করল না। নিজেদের ফিরে পাওয়া পিতৃভূমির সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য ইস্রায়েলি ডিফেনস্ ফোর্স প্রাণপণ নেমে পড়লো। অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, কিন্তু উপায় নেই। ইসলাম কি বস্তু ইহুদিরা জানে। পরাজিত হলে একটি ইহুদিও বেঁচে থাকবে না। অতএব যুদ্ধই করতে হবে।

ইস্রায়েল এই যুদ্ধের নাম দিল "স্বাধীনতার যুদ্ধ। ১৯৪৮-এর ১৫ই মে থেকে ১৯৪৯-এর জুলাই পর্যন্ত এই যুদ্ধে আরব মুসলিমদের জেহাদী আক্রমণে

ইহুদিদের ছ'হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। এই সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগ–অর্থাৎ প্রতি একশ জনে একজন এই যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু ইস্রায়েল জয়ী হল। পরাজিত আরববা। রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি হল। মুসলিম দেশগুলি আলোচনায় বসল। চুক্তি অনুসারে সমুদ্র উপকূলের সমভূমি, গ্যালিলি এবং সমগ্র নেভেগ ইস্রায়েলের ভাগে থাকলো। সামারিয়া (জর্ডান নদীর পশ্চিম উপকূল) এবং জুডিয়া জর্ডানের অধিকারে থাকলো। মিশর পেল গাজা। জেরুজালেম শহরকে দুভাগ করে জর্ডান পেল পূর্বাংশ আর ইস্রায়েল পেল দক্ষিণাংশ।

যুদ্ধ শেষ হলে ইস্রায়েল দেশ গঠনে মন দিল। ১৯৪৯-এর জানুয়ারি মাসে অর্থাৎ স্বাধীনতার চার মাসের মধ্যে জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে প্রথম ইস্রায়েলি সংসদ ক্লেসেট (Kneset) গঠিত হল। আসন সংখ্যা ১২০। চেইস ওয়েজমান (Chais Weizmann) এবং ডেভিড বেন্ গুরিয়ন (Devid Ben Gurion) যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন।

আইনসিদ্ধ করা হল পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোন ইহুদির পিতৃভূমি হল ইস্রায়েল। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের একজন ইহুদির ইস্রায়েলে প্রবেশ ও নাগরিকত্ব লাভের অধিকার থাকছে।

স্বাধীনতার চারমাসের মধ্যে ইউরোপ থেকে অত্যাচারিত ইহুদিরা ইস্রায়েলে পাড়ি জমালেন। তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি প্রায় ৬,৮৭,০০০ ইহুদি ইস্রায়েলে চলে এলেন। একমাত্র আরব দেশগুলি থেকেই তিন লক্ষের উপর ইহুদি উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসেন।

## স্বাধীনতার প্রথম দশক

(১৯৪৮–১৯৫৮)

সদ্য সমাপ্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এবং বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর আগমন। আরব মুসলমানদের সদা উদ্যত তরবারি। সমস্যার গভীরতা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু সদা জাগ্রত ইহুদি সত্তার স্পর্শে শিল্পে উৎপাদন দ্বিগুণ হল। বিনিয়োগ ক্ষেত্রও দ্বিগুণ হল। শিল্পে রপ্তানী বাড়লো চারগুণ। বিশাল ভূমিভাগ কৃষির আওতায় এল। মাংস ও খাদ্যশস্য ছাড়া সমস্ত খাদ্যদ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এল। চললো বৃক্ষরোপণের জোয়ার। শিক্ষা হল সর্বজনীন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ইহুদিরা তাদের বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা দেশগঠনের কাজে লাগাবার সুযোগ পেল।

## সিনাই অভিযান
(১৯৫৬)

১৯৪৮-৪৯ এর যুদ্ধে পরাজিত ও চুক্তিবদ্ধ হলেও কোরাণের শিক্ষা আরব মুসলিমরা প্রয়োগ করবেই। আগের চুক্তি তারা পদে পদে লঙ্ঘন করতে লাগল। সুয়েজ খাল দিয়ে ইস্রায়েলের যাতায়াত আটকে দিল। তিরাণা প্রণালীও ইস্রায়েলের মুখে বন্ধ করে দেওয়া হল। তাছাড়া আরব দেশগুলি ইস্রায়েলের অভ্যন্তরে সন্ত্রাস, খুন, জখম, সাবোতাজ পুরোদমে চালিয়ে যেতে লাগল। এদিকে গোটা সিনাই অঞ্চল পরিণত হল মিশরের বিশাল সামরিক শিবিরে। মিশর, জর্ডান, সিরিয়া ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে এক ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধল। ইস্রায়েলের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চললো। অন্য উপায় না দেখে ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী আট দিনের এক অভিযান চালিয়ে গাজা অঞ্চলসহ সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ দখল করে নিল এবং সুয়েজ খালের ১৬ কিলোমিটারের কাছে চলে এল।

এই যুদ্ধে আরবদের ৪০,০০০ সৈন্য মারা যায় এবং ৬,০০০ বন্দী হয়।

ইস্রায়েলের ১৮১ জন সৈন্য নিহত হয় ও একজন পাইলট বন্দী হয়।

আবার সেই পুরনো কাহিনী। রাষ্ট্রসংঘ ছুটে এল। তার শান্তিবাহিনী মিশর-ইস্রায়েল সীমান্তে মিশরীয় এলাকায় মোতায়েন করা হল। মিশর ইস্রায়েলি জাহাজ চলাচলে বাধা দেবে না এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ইস্রায়েল অধিকৃত এলাকা ছেড়ে দিতে রাজী হল। জাহাজ চলাচলের বাধা অপসারিত হওয়ায় এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা

এবং পারস্য দেশগুলির সঙ্গে উন্নয়নমূলক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হল।

## স্বাধীনতার দ্বিতীয় দশক

(১৯৫৮–১৯৬৮)

এই দশকের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বহু বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ইস্রায়েলের বৈষয়িক সম্পর্ক স্থাপন। ইস্রায়েলকে কোনঠাসা করে ধ্বংস করার নীতি আরব্য রজনীর স্বপ্নই থেকে গেল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্ ভুক্ত দেশগুলি, ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় সব দেশ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার কিছু দেশের সঙ্গে ইস্রায়েলের মৈত্রী গড়ে উঠে। এমনকি ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর সঙ্গেও দূত বিনিময় হয়।

শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনে ইস্রায়েল রাজা ডেভিডের ঐতিহ্যের ধারক বাহক। কিন্তু আরব মুসলিম রাষ্ট্রগুলি তাদের জেহাদী প্রতিজ্ঞা ছাড়তে পারে না। তারা আবার যুদ্ধ প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে লাগল।

১৯৫৭ সালে যুদ্ধ বিরতির পরেও তারা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। মিশর ও জর্ডান সীমান্ত বরাবরই এই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। গ্যালিলি ইস্রায়েলের কৃষিসমৃদ্ধ এলাকা। সিরিয়া সেখানে নিয়মিত কামানের গোলাবর্ষণ শুরু করলো। অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলিও পিছিয়ে থাকলো না। তারাও ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি গড়ে তুললো।

সিনাই উপদ্বীপ ১৯৫৬ সালে ইস্রায়েল দখল করেছিল এবং পরে চুক্তি অনুসারে মিশরকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সেই সিনাই অঞ্চলে মিশর বিশাল সেনা সমাবেশ করলো। সময়টা ছিল মে, ১৯৬৭। গামাল আবদেল নাসের তখন মিশরের প্রেসিডেন্ট। রাষ্ট্রসংঘের যে শান্তিবাহিনী মিশরে ছিল তার ছত্রছায়ায় নাসের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে। ১৮ই মে, ১৯৬৭-তে সেই শান্তি বাহিনীতে মিশর ছেড়ে চলে

যেতে বললো। ২৩শে মে, ১৯৬৭ মিশর ইস্রায়েলের মুখের উপর জলপথ বন্ধ করে দিল। ইহুদি নিধনের নেতৃত্ব দিতে জেহাদে উন্মাদ মিশর অন্যান্য মুসলিম রাজ্যগুলি নিয়ে ২৪শে মে, ১৯৬৭ তারিখে ইস্রায়েলকে একেবারে ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে দিল। দুনিয়ার মুসলিম অধীর আগ্রহে ইস্রায়েলের আদ্যশ্রাদ্ধ উপভোগ করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল।

অভিমন্যু বধে সাত মহারথী ছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সবাই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। এখানে মিশর, জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন ও ইরাক সম্মিলিত আক্রমণ। ইসলামী জেহাদ যার অর্থ অন্য ধর্ম মতাবলম্বীদের নিশ্চিহ্ন কর। "কসম চাহে লে লো খুদা কী কসম"।

*** *** *** *** *** ***

"রক্ত যা ছিল করেছে শোষণ
নীরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ
শত শতাব্দী ভাঙ্গে নি যে হাড়
সেই হাড়ে উঠে জয়গান।"

৫ই জুন, ১৯৬৭ এক ঝটিকা আক্রমণে ইস্রায়েলী সেনাবাহিনী কয়েক ঘন্টার মধ্যে মিশরের ৪০০ সামরিক বিমানকে মাটিতেই ধ্বংস করে দিল।

প্রতি আক্রমণে পরাভূত হল জর্ডান।

উত্তরদিকে সিরিয়া বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে ইস্রায়েল গোলান হাইটস্ দখল করে নিল।

এই যুদ্ধে ইস্রায়েলের ৬৭৯ জন সৈন্য নিহত হল, বন্দী হল ১৬ জন।

আরবদের ২০,০০০ সৈন্য নিহত হল আর বন্দী হল ১১,৫০০ জন।

যুদ্ধশেষে নতুন যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা নির্ধারিত হল। জুডিয়া, সামারিয়া, গাজা, সিনাই উপদ্বীপ এবং গোলান হাইটস্ ইস্রায়েলের দখলে থাকলো।

উত্তরের কৃষি অঞ্চলের উপর ১৯ বছর ধরে সিরিয়ার গোলাবর্ষণ বন্ধ হল।

ইস্রায়েলের জন্য জলপথ মুক্ত হল।

ভারতের সীমান্তে এবং অভ্যন্তরে পাকিস্তানের আই. এস. আই এবং তাদের এজেন্টদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করা দরকার তা ভারতের জনসাধারণ এবং সরকার ইস্রায়েল থেকে কিছু শিখবেন কি ?

কিন্তু ইসলাম যতদিন থাকবে জেহাদও ততদিন থাকবে এবং ততদিন অন্য ধর্মে বিশ্বাসীরা ইসলামের হাতে লাঞ্ছিত হতে থাকবে। কারণ কোরাণে আছে।

জুন মাসের যুদ্ধে পরাস্ত হয়েও আরব মুসলমানদের জেহাদের প্রস্তুতি আবার শুরু হল। ইহুদিদের ধ্বংস করতে হবে।

তাই ১৯৬৭-র আগষ্ট মাসে সুদানের রাজধানী খার্তুম-এ বসলো আরব দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলন। ইস্রায়েলের হাতে মার খাওয়া দেশগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, 'ইস্রায়েলের সঙ্গে শান্তি নয়, ইস্রায়েলের সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনা নয়, ইস্রায়েলকে স্বীকৃতি নয়''। (No peace with Israel, no negociation with Israel and no recognition of Israel)

১৯৪৮ সাল থেকে বারবার পরাজিত আরব দেশগুলি আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করলো।

মুসলিম প্রতিবেশীদের এরূপ ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্তের মুখে দাঁড়িয়েও ইস্রায়েল রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি পরিষদের সিদ্ধান্তকে মান্য করে শান্তি ও মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকে।

স্বস্তি পরিষদের সিদ্ধান্তটি ছিল এইরকম ঃ-

"Acknoledgement of sovernignly, teritorial integrety and political independence of every state in the area and their right to live in peace within secure and recognised boundaries free from threats and acts of force" অর্থাৎ "প্রত্যেক রাজ্যের সার্বভৌমত্য ভূমির অখণ্ডতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা মানতে হবে, মানতে হবে স্বীকৃত রাষ্ট্রসীমার মধ্যে ভয় ও আক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিতে বসবাস করার অধিকার"।

কিন্তু হায়, ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের বেঁচে থাকার অধিকার স্বীকার করে না।

## স্বাধীনতার তৃতীয় দশক

(১৯৬৮–১৯৭৮)

ইঅম কিপুর দিবস (Yom kippur day) ইস্রায়েলিদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র দিন। সারাবছর তারা এই দিনটির দিকে তাকিয়ে থাকে। আরব মুসলিমরা এই দিনটিকে ইস্রায়েল আক্রমণের জন্য বেছে নিল।

মিশর সুয়েজ অতিক্রম করলো। তার যুদ্ধসঙ্গী সিরিয়া গোলান হাইটসের উপর চড়াও হল।

পরবর্তী তিন সপ্তাহের মধ্যে ইস্রায়েল সুয়েজ খাল পেরিয়ে মিশরে প্রবেশ করলো এবং সিরিয়ার রাজধানীর ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে চলে এল।

মিশর আর সিরিয়ার ভাল শিক্ষা হলো। খার্তুম শীর্ষ সম্মেলনে (১৯৬৭, আগষ্ট) আরবরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইস্রায়েলের সঙ্গে কোন আলোচনা ইত্যাদি নয়। একথা আগেই বলা হয়েছে। সেই নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মিশর ও সিরিয়া দুবছর ধরে ইস্রায়েলের সঙ্গে আলোচনা চালাল। ফলস্বরূপ ইস্রায়েল অধিকৃত এলাকা ছেড়ে দিল।

এই যুদ্ধে ইস্রায়েলের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু নানা অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল রাষ্ট্রের ভিত সবদিক থেকে দৃঢ় হয়ে গিয়েছে। যেচে মার খেতে খেতে এ কথা মিশর সিরিয়া ও তাদের জেহাদী সঙ্গীদের বুঝতে অসুবিধা হল না।

এ দিকে ইস্রায়েল ইউরোপীয় কমন মার্কেটের এসোসিয়েটেড মেম্বার হয়ে গেল (১৯৭৫)। তার অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা হবার আরো সুযোগ মিলল।

১৯৭৭ সালে মেনাকেম বেগিন (Menachem Begin) শান্তির জন্য ইস্রায়েলের সদিচ্ছা আবার ব্যক্ত করে আরব রাষ্ট্রগুলিকে আলাপ-আলোচনার জন্য

আহ্বান জানান। বলা বাহুল্য ১৯৪৮ সাল থেকে সমস্ত যুদ্ধেই আরবরা পরাজিত। ইস্রায়েল বিজয়ী। শান্তি শক্তিমানের ভূষণ। স্থায়ী শান্তি, স্থায়ী উন্নয়নের চাবিকাঠি।

॥ সর্বে সন্তু সুখিনঃ – সবাই সুখী হোক ॥

খার্তুম শীর্ষ সম্মেলনের ফতোয়া অগ্রাহ্য করে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে জেরুজালেমে গমন করেন। আমেরিকার মধ্যস্থতায় ১৯৭৮-এর সেপ্টে ম্বর মাসে ঐতিহাসিক ক্যাম্প ডেভিডচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্যালেস্টাইনকে স্বায়ত্বশাসন দেবার সিদ্ধান্ত হল।

## স্বাধীনতার চতুর্থ দশক

(১৯৭৮–১৯৮৮)

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির (১৯৭৮) সূত্র ধরে মিশর-ইস্রায়েল ১৯৭৯-র ২৬শে মার্চ আরো একটি চুক্তি সম্পাদন করে। ইস্রায়েল মিশরকে সিনাই উপত্যকা ফিরিয়ে দিল। অবসান হল উভয় দেশের মধ্যে ৩০ বছরের শত্রুতার।

এই অভূতপূর্ব ঘটনার পর ইস্রায়েলকে ধ্বংস করার জেহাদী জিগির স্তিমিত হয়ে গেল। আফ্রিকার কোনো কোনো দেশ ইস্রায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলো। এরা এতদিন আরব লবির চাপে নীরব ছিল। ইস্রায়েল পেল নতুন প্রাণশক্তির যোগান।

## স্বাধীনতার পঞ্চম দশক

(১৯৮৮–১৯৯৮)

ইস্রায়েল তার সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রু দেশ মিশরের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলায় মধ্য প্রাচ্যে শান্তি প্রচেষ্টায় সাড়া পাওয়া গেল। শান্তির জন্য ইস্রায়েলের সদিচ্ছার ও শক্তির সাথে যুক্ত হল আমেরিকা ও সোভিয়েতের প্রয়াস।

১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে পর্তুগালের রাজধানী মাদ্রিদে ডাকা হল এক শান্তি সম্মেলন (Madrid Peace Conference, October 1991)।

ইস্রায়েল, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান এবং প্যালেস্টাইন যোগ দিল।

ঠিক হল দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

আঞ্চলিক সমস্যার ব্যাপারে সকলে একসঙ্গে বসবে।

মাদ্রিদ শান্তি সম্মেলনের (১৯৯১) প্রায় তিন বছর পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের উপস্থিতিতে ইস্রায়েল ও জর্ডানের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (১৯৯৪)। অবসান হয় ৪৬ বছরের শত্রুতা।

স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৪৭-এ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে প্যালেস্টাইন ভাগের প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটির সময় চীন ভোটদানে বিরত ছিল অর্থাৎ ইহুদিদের মরণ-বাঁচনে তার কিছু আসে যায় না। আর ভারত প্যালেস্টাইন ভাগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল অর্থাৎ তুমি ইহুদি তুমি আরব মুসলমানদের হাতে মর। কিন্তু ইহুদিরা মরে নাই। তাই ১৯৯২ সালে চীন ও ভারত ইস্রায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করল।

ইস্রায়েল ও সিরিয়ার মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৬ সালের জানুয়ারী মাসে।

এইভাবে মাদ্রিদ শান্তি সম্মেলন (১৯৯১) মধ্য প্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার মজবুত ভিত্তি স্থাপন করে।

আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ শক্তিশালী শান্তিকামী সমৃদ্ধ ইস্রায়েল ১৯৯৮ সালের ১৫ই মে, অগণিত ইহুদির রক্তমূল্যে অর্জিত ও রক্ষিত পঞ্চাশতম স্বাধীনতা দিবস পালন করল।

মহাকাশের এই পৃথিবীরূপী গ্রামের অন্যান্য সকলের সঙ্গে ইস্রায়েলও একজন বাসিন্দা। শুধুমাত্র আমার ধর্ম পালন না করলে তাকে পৃথিবীতে থাকতে দেওয়া হবে না, নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে এই আরব্য জেহাদী আজকের পৃথিবীতে আর চলে না। যারা এই জিগিরের শরিক তারা নিজেরাই তা বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীর মানুষকে শান্তিতে থাকতে দিন নিজেরাও থাকুন—এই আবেদন।

॥ সমাপ্ত ॥

# কিছু বাড়তি তথ্য

## প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা (পি. এল. ও.)

প্যালেস্টাইনের আরব গেরিলারা ইস্রায়েলকে ধ্বংস করা বা তার হাত থেকে প্যালেস্টাইনকে উদ্ধার করার জন্য Palestine Liberation Organisation বা PLO গঠন করে। আরব লীগ তাদের স্বীকৃতি দেয়।

প্রসঙ্গতঃ ইস্রায়েলের স্বাধীনতা (১৯৪৮) লাভের সময়ে এবং ইস্রায়েলের উপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের ফলে যে সব মুসলিম ইস্রায়েল ছেড়ে আসে তাদের আরব মুসলিম বলে। এরাই প্যালেস্টাইনীয় উদ্বাস্তু।

আর যারা ইস্রায়েল রাষ্ট্র গঠনের পরেও থেকে যায় তাদের ইস্রায়েলি আরব বলা হয়। তারা ইস্রায়েলের পূর্ণ নাগরিক। স্মরণ করা যেতে পারে যে, কোন মুসলিম রাষ্ট্রে অন্য কোন ধর্মাবলম্বীরা কোন নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে পারে না। তাদের জিম্মি হিসাবে রেখে টাকা পয়সা আদায় করা হয় এবং জীবন-ধন-নারীর উপর করা হয় কোরাণ হাদিস অনুমোদিত অত্যাচার।

১৯৬৯ সালে আল-ফাতাহ পি.এল.ও.-র নিয়ন্ত্রণ দখল করে এবং তার নেতা ইয়াসের আরাফাত পি.এল.ও.-র কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যান হন। প্রথম দিকে পি.এল.ও. জর্ডান থেকেই ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তারা অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে জর্ডানকেই গ্রাস করতে উদ্যত হয়। ফলে জর্ডান সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালে পি.এল.ও. ঘাটি ধ্বংস করে দেয়।

পরবর্তী দশকে আরাফাত দুর্বল লেবাননের ভূমিতে থেকে কাজকর্ম চালাতেন। জর্ডান থেকে বিতাড়িত হয়ে প্যালেস্টাইন গেরিলারা আরো উগ্রমূর্তি ধারণ করে। ১৯৭২ সালে মিউনিখ (জার্মানী) অলিম্পিকে যোগদানকারী ইস্রায়েলী অ্যাথলিটদের হত্যা করে।

১৯৭৩ সালের অক্টোবরের যুদ্ধে মিশর ও সিরিয়া ইস্রায়েলের কাছে হেরে

যাওয়ায় পি.এল.ও. দুই ভাগ হয়ে যায়। একদল মনে করে যে ইস্রায়েলের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করে ওয়েস্ট ব্যাংক এবং গাজা ভূখণ্ডে প্যালেস্টাইন রাজ্য স্থাপন করা যায়। স্মরণীয়, এই দুই অঞ্চল ১৯৬৭-র যুদ্ধে ইস্রায়েল দখল করে নিয়েছিল।

কিন্তু জেহাদী কট্টরপন্থীরা তাদের মূল লক্ষ্য ইস্রায়েলকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা এবং সেখানে মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা।

ইতিমধ্যে পি.এল.ও. আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করলো। ১৯৭৪ সালে নভেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় আরাফাত ইস্রায়েল রাষ্ট্র ধ্বংস করার লক্ষ্য থেকে সরে আসার কথা বললেন। সাধারণ পরিষদ সিদ্ধান্ত নিল প্যালেস্টাইনের ভূখণ্ডে প্যালিস্টিনীয়দের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার অধিকার আছে।

পি.এল.ও.-র নরমপন্থী ও কট্টরপন্থীদের দ্বন্দ্ব আরো বাড়লো। এদিকে লেবানন থেকে সন্ত্রাসবাদী কাজ চলতে থাকায় ইস্রায়েল ১৯৮২ সালে লেবাননে ঢুকে সন্ত্রাসবাদীদের বেশীরভাগকে হটিয়ে দেয় এবং নিজের নিরাপত্তার জন্য সীমান্তের কাছে লেবাননের মাটিতে সৈন্য মজুত করে রাখে।

১৯৮৮-র নভেম্বরে আরাফাত স্বাধীন "প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র" ঘোষণা করেন প্যালেস্টাইনের ভূখণ্ডের বাইরে। তিনি পরিস্কারভাবে ইস্রায়েল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিলেন এবং সমস্ত রকম সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগের কথা ঘোষণা করলেন।

ইস্রায়েল পি. এল. ও.-র সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়নি। পরবর্ত্তীকালে আমেরিকার মধ্যস্থতায় অনেক আলাপ-আলোচনার ফলে ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওয়াশিংটনে ইস্রায়েল ও পি. এল. ও.-র মধ্যে বৈঠকে একটি নীতির ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

পি. এল. ও. দেয় ইস্রায়েলকে স্বীকৃতি এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনার উপর গুরুত্ব।

ইস্রায়েল পি. এল. ও.-কে প্যালেস্টাইনের একমাত্র প্রতিনিধির স্বীকৃতি দেয়।

সিদ্ধান্ত হয় পাঁচবছরের মধ্যে চারটি ধাপে ইস্রায়েল পি. এল. ও.-র হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

বর্তমানে গাজা ও প্যালেস্টাইনে 'প্যালেস্টাইন এজেন্সী' (পি. এল. ও.-র পক্ষে) স্বায়ত্ব শাসন ভোগ করছেন। কিন্তু মুসলিম সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ বন্ধ না হওয়ায় সমস্যা থেকেই গিয়েছে।

## দিয়াস্‌পোরা

ইহুদিদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই দিয়াস্‌পোরা (Diaspora) কথাটি আসবে। এক কথায় ইস্রায়েলের বাইরে বিতাড়িত ইহুদিরা পৃথিবীর যেখানেই বসতি স্থাপন করেছে সেই বসতিকে দিয়াস্‌পোরা বলা হয়। মূল শব্দটি গ্রীক ভাষার অর্থ ছড়িয়ে যাওয়া। গ্রীক ও রোমান শাসনের সময় দিয়াস্‌পোরা কথাটি আসে। ঐ সময়ে ইহুদিরা প্যালেস্টাইনের বাইরে বসতি স্থাপন করেন। সলমন-এর পরবর্তী সময়ে ইস্রায়েল ও জুডিয়ার পতনের পরেও দিয়াস্‌পোরা সৃষ্টি হয়েছিল।

বিভিন্ন সময়ে ইহুদিরা স্বদেশের বাইরে বসতি স্থাপনে বাধ্য হয়। খৃঃপূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তারা আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর, এন্টিওক ও সিরিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। খৃঃপূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে দিয়াস্‌পোরা ব্যাপক এলাকায় গড়ে উঠে—এশিয়া মাইনর, উত্তর আফ্রিকা এবং রোম। বিখ্যাত রোমান বাগ্মী সিসেরোর বক্তৃতায় (খৃষ্ট পূর্ব ৫৫) ইহুদিদের রোমের নাগরিক হওয়ার উল্লেখ আছে। ৭০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংসের আগে খৃষ্ট জন্মের পূর্বেও ইউরোপে দিয়াস্‌পোরা ছিল। কালক্রমে দিয়াস্‌পোরা স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, রাইনল্যান্ড, পোলান্ড, রাশিয়া এবং ভারত ও চীনের কিছু অংশে ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম গোলার্ধেও ঘটে তার বিস্তৃতি।

ইহুদিদের এই দিয়াস্‌পোরাগুলি ছিল তাদের উপর উৎপীড়ণের ঘাটি। তাদের উপর উৎকট অত্যাচার করা হত (যেমন পূর্ব পাকিস্থান বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর যা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে)।

এ সব সত্ত্বেও এক ভাষা হিব্রু, এক ধর্ম, সাধারণ আচার-আচরণ, সর্বোপরি স্বদেশ জায়ন-এ ফিরে যাওয়ার আকুতি ইহুদিদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছিল।

# ইস্রায়েলের প্রতিবেশী

## লেবানন

সবচেয়ে উত্তরের প্রতিবেশী। লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষ। আয়তন সাড়ে দশহাজার বর্গ কিলোমিটার। রাজধানী বেইরুট পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন শহর। সরকারী ভাষা আরবী। ধর্ম ইসলাম। অতএব দ্বন্দ্ব চিরন্তন। ১৯৭৫ সালে মুসলিমদের সঙ্গে খৃষ্টানদের ভয়াবহ দাঙ্গা হয়।

## সিরিয়া

ইস্রায়েলের উত্তর-পূর্বে সিরিয়া। আয়তন ১৮৫,১৮০ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি চৌত্রিশ লক্ষ। রাজধানী দামাস্কাস। ৬০০ খৃষ্টাব্দে আরবরা সিরিয়া দখল করে সেখানে ইসলাম এবং আরবী ভাষার প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৬৭-র যুদ্ধে ইস্রায়েল প্রতি আক্রমণে সিরিয়ার গোলান হাইট্‌স দখল করে নেয়। দু'বার লড়াই করেও সিরিয়া তা উদ্ধার করতে পারেনি।

১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সের সব ছেলে-মেয়েকে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় ৮

১৮ বছরের বয়সের উপর ছেলেদের স্কুল সার্টিফিকেট পাবার আগে ত্রিশ মাসের বিশেষ সামরিক শিক্ষা নিতে হয়।

ইস্রায়েলকে ধ্বংস করার জেহাদে সিরিয়া প্রথম সারির মুসলিম দেশ। কিন্তু বারবার পরাজিত হয়ে শেষে ১৯৯৬ সালে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

## জর্ডান

ইস্রায়েলের পূর্ব দিকের দেশ জর্ডান। রাজধানী আম্মান। আয়তন ৯১,৮৮০ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা পঁয়তাল্লিশ লক্ষ। ধর্ম ইসলাম এবং ভাষা আরবী।

১৯৪৬-সালে জর্ডান ব্রিটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

ইস্রায়েল ধ্বংস করার জেহাদে জর্ডান অন্যতম দেশ। পি. এল. ও. জর্ডানকে ভিত্তি করে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সংঘাত চালাত।

বারবার ইস্রায়েলিদের কাছে পরাজিত হয়ে জর্ডান ১৯৯৪ সালে শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

## মিশর

ইস্রায়েলের পশ্চিমের প্রতিবেশী। রাজধানী কায়রো। আয়তন ১০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি। ধর্ম ইসলাম। সরকারী ভাষা আরবী। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে খলিফা ওমর মিশর আক্রমণ করে দখল করেন।

মিশরের সিনাই অঞ্চলে ইস্রায়েল ঘেঁষা। ইস্রায়েল ধ্বংস প্রচেষ্টায় মিশর নেতৃস্থানীয়।

কিন্তু বারবার পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৭৭ সালে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তিতে নেতৃত্ব দেন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাজাত। যিনি পরে জেহাদীদের হাতে খুন হন।

## ইরাক

অন্যতম প্রধান আরব মুসলিম দেশ। আয়তন প্রায় চার লক্ষ আটত্রিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় ২ কোটি। ইরাকে বসবাসকারী কুর্দরা ১৯৯১ সালে স্বায়ত্তশাসনের দাবী করে। সাদ্দাম হোসেন তাদের নৃশংস অত্যাচারে দমন করেন। ধর্ম ইসলাম (সুন্নি প্রধান)। রাজধানী বাগদাদ। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম বৃহত্তম শহর।

প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতার পীঠস্থান ইরাক। মূল সম্পদ তেল। ১৯৯০ সালে ইরাক কুয়েত আক্রমণ করে। শুরু হয় উপসাগরীয় যুদ্ধ (Gulf War)।

ইরাক পরাস্ত হয়। ফলে রাষ্ট্রসংঘ ইরাকের তেল রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। যুদ্ধে কুয়েতের যে ক্ষতি হয়েছে তা যতদিন না ইরাক মিটিয়ে দিচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকবে।

ইস্রায়েলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সীমানা না থাকলেও ইরাক ইস্রায়েলের শক্তিশালী শত্রু দেশ।

## ইহুদি মেধা

যে ইহুদিদের পৃথিবী থেকে বারবার নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টা হয়েছে, মানুষের সভ্যতায় তাদের অবদানের কথা সকলেরই জানা।

নোবেল পুরস্কার মানুষের মেধার একটি মাপকাঠি হিসাবে বিশ্বে স্বীকৃত। স্থানাভাবে শুধু ১৯০৫ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত কতজন ইহুদি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তার একটি তালিকা দেওয়া হল।

এই তালিকা আমাদের সশ্রদ্ধ বিস্ময় সৃষ্টি করে।

| বছর | নাম | যে দেশের নাগরিক | বিষয় |
|---|---|---|---|
| ১৯০৫ | এডলফ ভন্ বেয়ার | জার্মান | রসায়ন |
| ১৯০৬ | হেনরি ময়সাঁ | ফ্রান্স | রসায়ন |
| ১৯০৭ | আলবার্ট আব্রাহাম মাইকেলসন | ইউ. এস. এ. | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯০৮ | গ্যাব্রিয়েল লিপম্যান | ফ্রান্স | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯০৮ | এলি মেচনিকফ্ | রাশিয়া/ফ্রান্স | মেডিসিন |
| ১৯০৮ | পল এরলিখ | জার্মান | মেডিসিন |
| ১৯১০ | অটো ওয়ালশ্ | জার্মান | রসায়ন |
| ১৯১০ | পল যোহান লুডহ্বিগ হেইস্ | জার্মান | সাহিত্য |
| ১৯১১ | আলফ্রেড ফ্রীড | অস্ট্রিয়া | শান্তি |
| ১৯১১ | টোবিয়াস মাইকেল ক্যারল আসের | ডাচ্ | শান্তি |
| ১৯১৪ | রবার্ট বারানে | অস্ট্রিয়া/সুইডেন | মেডিসিন |
| ১৯১৫ | রিচার্ড উইলস্টেটার | জার্মান | রসায়ন |
| ১৯১৮ | ফ্রীৎস হেবার | জার্মান | রসায়ন |
| ১৯২১ | আলবার্ট আইস্টাইন | জার্মান/সুইস/ ইউ. এস. এ. | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯২২ | অটো মেয়েরহফ | সুইস | মেডিসিন |
| ১৯২২ | নীলস্ বোর | ডেনিস | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯২৫ | জেমস্ ফ্রাংক | জার্মান | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯২৫ | গুস্তাভ হার্ৎস | জার্মান | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯২৭ | আঁবি বার্গসন | ফ্রান্স | সাহিত্য |
| ১৯৩০ | কার্ল ল্যান্ডস্টানার | অস্ট্রিয়া/ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯৩১ | অটো ওয়ারবার্গ | জার্মান | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৩৬ | অটো লোয়েহ্বি | জার্মান/অস্ট্রিয়া | মেডিসিন |
| ১৯৪৩ | অটো স্টার্ন | জার্মান/ইউ. এস. এ. | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৪৩ | জর্জ চালর্স দে হেভেসি | হাঙ্গেরি/ডেনমার্ক/ সুইডেন | রসায়ন |
| ১৯৪৪ | ইসিডর আইজ্যাক রাবি | পোলিশ/ইউ. এস. এ. | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৪৪ | যোসেফ এরল্যাঙ্গার | ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৪৪ | হার্বার্ট স্পেনসর গ্যাসের | ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৪৫ | আরনেস্ট বোরিস কেইন্ | জার্মান/ব্রিটিশ | মেডিসিন |
| ১৯৪৬ | হার্মান যোসেফ মুলার | ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৫০ | ট্যাডিউস্ রাইখস্টেইন | পোলিস/সুইস | মেডিসিন |
| ১৯৫২ | ফেলিক্স্ ব্লখ্ | সুইস/ইউ. এস. এ. | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৫২ | শেলম্যান আব্রাহাম ওয়াক্স্ম্যান | রাশিয়া/ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৫৩ | হান্স ক্রেবস্ | জার্মান/ব্রিটিশ | মেডিসিন |
| ১৯৫৩ | ফ্রিৎস আলবার্ট লিপম্যান | জার্মান/ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৫৪ | ম্যাকস্ বর্ন | জার্মান | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৫৮ | যোশোয়া লেডেরবার্গ | ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৫৮ | বোরিস পাস্তারনেক্ | রাশিয়া | সাহিত্য |
| ১৯৫৯ | এমিলিও সেগ্রে | ইটালি/ইউ. এস. এ. | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৫৯ | আর্থার কর্নবার্গ | ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৬০ | ডোনাল্ড্ গ্লাসের | ইউ. এস. এ. | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৬১ | রবার্ট হফৎস্তাদতার | ইউ. এস. এ. | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৬১ | মেলভিন কেলভিন্ | ইউ. এস. এ. | রসায়ন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯৬২ | লেভ্ ডেভিডোভিচ্ ল্যানডাও | ইউ. এস. এস. আর | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৬২ | ম্যাকস্ ফার্ডিনান্ড পেরুৎস্ | অস্ট্রিয়া/ব্রিটিশ | রসায়ন |
| ১৯৬৪ | কনরাদ্ ব্লখ্ | জার্মান/ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৬৫ | রিচার্ড ফিলিপস্ ফেম্ম্যান | ইউ. এস. এ. | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৬৫ | জুলিয়ান সিঙ্গার | ইউ. এস. এ. | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৬৫ | ফ্রাংকোয়েস জ্যাকব | ফ্রান্স | মেডিসিন |
| ১৯৬৫ | অ্যান্ড্রি লোফ | ফ্রান্স | মেডিসিন |
| ১৯৬৬ | শ্যামুয়েল যোসেফ আগনন | পোলিশ/ইস্রায়েল | সাহিত্য |
| ১৯৬৭ | হানস্ আলব্রেখট্ বোথে | জার্মান/ইউ. এস. এ. | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৬৭ | জর্জ ওয়ালড্ | ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৬৮ | মার্শাল নিরেনবর্গ | ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৬৮ | রেনে কাসিন | ফ্রান্স | শান্তি |
| ১৯৬৯ | মারে গেলম্যান | ইউ. এস. এ. | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৬৯ | সালভাতর লুরিয়া | ইতালি/ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৭০ | জুলিয়াস একসেলরড | ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৭০ | স্যার বার্নাড কাৎস | জার্মান/ব্রিটিশ | মেডিসিন |
| ১৯৭০ | পল এনটনি স্যামুয়েলসন | ইউ. এস. এ. | অর্থনীতি |
| ১৯৭১ | ডেনিস গ্যাবর | হাঙ্গেরি/ইল্যান্ড | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৭১ | সাইমন কুজ্নেটস্ | ইউ. এস. এ. | অর্থনীতি |
| ১৯৭২ | উইলিয়াম হাওয়ার্ড স্টেইন | ইউ. এস. এ. | রসায়ন |
| ১৯৭২ | মরিস্ জেরালড্ এডেলম্যান | ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৭২ | কেনেথ যোসেফ এ্যারো | ইউ. এস. এ. | অর্থনীতি |
| ১৯৭৩ | ব্রায়ান ডেভিড্ যোসেফসন্ | ইংল্যান্ড | পদার্থবিদ্যা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯৭৪ | লেওনিদ কান্ডরোভিচ্ | ইউ. এস. এস. আর | অর্থনীতি |
| ১৯৭৫ | বেনজামিন মট্লসন | ইউ. এস. এ./ডেনমার্ক | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৭৫ | আগে বোর | ডেনমার্ক | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৭৫ | ডেভিড বালটিমোর | ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৭৫ | হাওয়ার্ড টেমিম | ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৭৬ | বার্টন রিখ্টার | ইউ. এস. এ. | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৭৬ | বি. এস. ব্লুমবার্গ | ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৭৬ | সল বেলো | কানাডা/ইউ. এস. এ. | সাহিত্য |
| ১৯৭৬ | মিলটন ফ্রীড্ম্যান | ইউ. এস. এ. | অর্থনীতি |
| ১৯৭৭ | রোজলিন সুসম্যান ইয়ালো | ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৭৮ | পি. এল. কাপিৎজা | ইউ. এস. এস. আর | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৭৮ | আর্নো পেনজিয়াস্ | জার্মান/ইউ. এস. এ. | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৭৮ | ড্যানিয়েল ন্যাথানস্ | ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৭৮ | আই. বি. সিঙ্গার | পোলান্ড / ইউ. এস. এ. | সাহিত্য |
| ১৯৭৮ | মেনাচেম বেগিন | পোলান্ড / ইউ. এস. এ. | শান্তি |
| ১৯৭৮ | এইচ্. এ. সাইমন্. | ইউ. এস. এ. | অর্থনীতি |
| ১৯৭৯ | এস. এল. গ্লাশো | ইউ. এস. এ. | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৭৯ | এস্. ওয়েনবার্গ | ইউ. এস. এ. | পদার্থবিদ্যা |
| ১৯৭৯ | হেনরি কিসিংগার | জার্মান/ইউ. এস. এ. | শান্তি |
| ১৯৭৯ | হার্বার্ট ব্রাউন | ব্রিটিশ/ইউ. এস. এ. | রসায়ন |
| ১৯৮০ | পল বার্গ | ইউ. এস. এ. | রসায়ন |
| ১৯৮০ | ওয়াল্টার গিলবার্গ | ইউ. এস. এ. | রসায়ন |
| ১৯৮০ | বি. বানাৎসেরাফ | ভেনেজুয়েলা/ইউ.এস.এ. | মেডিসিন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯৮০ | লরেন্স ক্লেন | ইউ. এস. এ. | অর্থনীতি |
| ১৯৮১ | আর. হফ্‌ম্যান | পোলিশ/ইউ. এস. এ. | রসায়ন |
| ১৯৮১ | এলিয়াস কানেত্তি | রুমানিয়া/অস্ট্রিয়া/ ইউ. এস. এ. | সাহিত্য |
| ১৯৮২ | আরন্‌ ক্লুগ | সাউথ আফ্রিকা/ব্রিটিশ | রসায়ন |
| ১৯৮২ | বি. স্যামুয়েলসন্‌ | সুইডিস | মেডিসিন |
| ১৯৮৩ | হেরনি ট্যাবে | কানাডা/ইউ. এস. এ. | রসায়ন |
| ১৯৮৪ | সি. মিলস্টেইন্‌ | আর্জেটিনা | মেডিসিন |
| ১৯৮৫ | যোসেফ গোল্ড্‌স্টেইন | ইউ. এস. এ. | মেডিসিন |
| ১৯৮৫ | ফ্রাংকো মোদিগ্‌লিয়ানি | ইউ. এস. এ. | অর্থনীতি |
| ১৯৮৬ | ডি. হার্শব্যাখ | ইউ. এস. এ. | রসায়ন |
| ১৯৮৬ | রিতা লেভি মনতালসিনি | ইতালি/ইউ.এস.এ. | মেডিসিন |
| ১৯৮৬ | স্টানলি কোহেন্‌ | ইউ.এস.এ. | মেডিসিন |
| ১৯৮৬ | এলি উইজেল | রুমানিয়া/ইউ. এস. এ. | শান্তি |
| ১৯৮৭ | যোসেফ ব্রডস্কি | ইউ. এস. এস. আর/ ইউ.এস.এ. | সাহিত্য |
| ১৯৮৭ | রবার্ট সোলো | ইউ.এস.এ. | অর্থনীতি |